

মুখ্যমন্ত্রীর মুখে জিএসটি’র কথা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২১ সেপ্টেম্বরঃ শারদোৎসবের উল্লসে রবিবার ঢেউলি অগ্রীতে চলে যান মুখ্যমন্ত্রী। পূজার আনন্দের পাশাপাশি মুখ্যমন্ত্রীর মুখে শোনা যায় জিএসটির কথাও। এদিন তিনি বলেন, “যে যাই বলুক, এটা কাচের মতো স্বচ্ছ যে কুটির ও অনুসারী শিল্পে আমরা এক নম্বরে। উৎপাদন শিল্প নিয়ে আমাদের কাউকে জ্ঞান দিতে হবে না। ওটাতেও আমরা এক নম্বরে। একশো দিনের কাজে এক নম্বরে ছিলাম। তাই আমাদের এখন আর টাকা নেই না। বাংলার বাড়ির টাকা নেই না। পিএইচই-র টাকা ৯০ শতাংশ আমরাই দিই।” শুধু অনুদানই নয়, বিমা থেকে জিএসটি হটানোর কাজেও একমাত্র বাংলার প্রশাসনেরই ভূমিকা রয়েছে, সেই কথাও বলেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রীর কথায়, “বিমাতে জিএসটি নেওয়া যাবে না, এই মর্মে ভারতবর্ষে প্রথম চিঠিটা লিখেছিলাম আমি। আমাদের অর্থমন্ত্রী জিএসটি কাউন্সিলের বৈঠকে তা নিয়ে লড়াই করেছিলেন। তবে এখন যখন এটা লাগু হল, তারপরেও তাতে কিন্তু কেন্দ্রের কোনও অবদান নেই। এই নিয়ম আনতে গিয়ে আমাদের ২০ হাজার কোটি টাকা ক্ষতি হয়ে গেছে। অন্য সকল রাজ্যগুলোরও হয়েছে। কিন্তু তারা তো ঘুরপথে পেয়ে যাবে। আমরা তো পাব না। আমাদের ১ লক্ষ ৯২ হাজার কোটি টাকা এখনও দেয়নি।” এদিন বাঙালি অস্মিতা নিয়েও সর্ব হন মুখ্যমন্ত্রী। বাঙালি পরিযায়ী শ্রমিক দেখলেই ‘অক্রমণ করছে’ বলে বিজেপির দিকে অভিযোগ তোলেন তিনি। তাঁর কথায়, “বাংলায় কথা বলা পরিযায়ী শ্রমিক দেখলেই হল, ছোট্টোলে ঢুকতে দেবে না। কাজ করতে দেবে না। অত্যাচার করবে। কেন? আমরা তো হিন্দি ভাষী দেখলে এমন আচরণ করি না। আমাদের এখানে কেউ করে না।” পাশাপাশি, জগন্নাথ ধামের পর দুর্গা অষ্টম তৈরির কাজও অনেকটা এগিয়ে গিয়েছে বলে জানান তিনি। মমতার কথায়, “আমরা দুর্গা অষ্টম তৈরি করছি। জমি পাওয়া গিয়েছে। একটা ট্রাস্টও গঠন করা হয়েছে।”

সব নিম্নচাপ জেঁকে ধরছে বাংলাকে

অভি ব্যানার্জী, কলকাতা, ২১ সেপ্টেম্বরঃ দেখতে দেখতেই চলে এল বাঙালির সবথেকে বড় উৎসব, দুর্গাপূজা। আজ মহালয়া। পিতৃপক্ষের অবসান হয়ে শুরু হচ্ছে দেবীপক্ষের। তবে এবারের পূজাতেও ফাঁড়া সেই বৃষ্টিই। দুর্গাপূজার মুখে জোড়া নিম্নচাপের পূর্বাভাস। আবহাওয়া দফতরের পূর্বাভাস অনুযায়ী, আগামিকাল, ২২ সেপ্টেম্বর পশ্চিমবঙ্গ-বাংলাদেশ উপকূলে নিম্নচাপ সৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। নিম্নচাপের প্রভাবে ৪ জেলায় ভারী বৃষ্টির সতর্কতা। কবে থেকে বৃষ্টি শুরু হচ্ছে, কোন কোন জায়গায় সবথেকে বেশি বৃষ্টি হবে, জানিয়ে দিল হাওয়া অফিস। অলিপুর আবহাওয়া অফিস জানিয়েছে, পূজার ঠিক মুহূর্তেই নিম্নচাপের মেলা লাগতে চলেছে বঙ্গোপসাগরে। আগামিকাল, ২২ সেপ্টেম্বর একটি নিম্নচাপ তৈরি হবে বাংলা-বাংলাদেশ উপকূলে। এর প্রভাবে সোমবার ও মঙ্গলবার দক্ষিণ ২৪ পরগনা ও দুই মেদিনীপুরে ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে। কলকাতা সহ পার্শ্ববর্তী জেলাগুলিতে বিক্ষিপ্তভাবে বৃষ্টিপাত হবে। আগামী দুই-তিনদিন এই বৃষ্টি চলবে। মঙ্গলবার ভারী বৃষ্টি হতে পারে বাকুড়াতেও। এবপরে তৃতীয় বঙ্গোপসাগরের উপরে আরও একটি নিম্নচাপ সৃষ্টির পূর্বাভাস দিয়েছে মৌসম ভরন। এই নিম্নচাপই শক্তি বাড়িয়ে গভীর নিম্নচাপে পরিণত হবে। এখনও পর্যন্ত এই নিম্নচাপের অভিযুক্ত ওড়িশা-অন্ধ্র প্রদেশের দিকেই। চতুর্থীতে গভীর নিম্নচাপ ঘনীভূত হতে পারে। পঞ্চমীতে ওড়িশা-অন্ধ্র হয়ে স্থলভাগে ঢুকবে গভীর নিম্নচাপ। এই গভীর নিম্নচাপের প্রভাবে বৃষ্টি বাড়বে বাংলাতেও। পূজার শেষের দিকে বৃষ্টির তীব্রতা বাড়তে পারে। বিশেষ করে উপকূলবর্তী জেলাগুলিতে নবমী থেকে বৃষ্টি বাড়বে। রাজ্যের উপকূলে ঘণ্টায় ৬০ কিমি বেগে দমকা বাতাস বইতে পারে। উত্তাল হবে সমুদ্র। ২৫ সেপ্টেম্বর থেকে মংসজীবীদের সমুদ্রে যেতে নিষেধ করা হয়েছে।

‘টাকা জমানোর উৎসব’ শুরু! বড় ঘোষণা মোদির

সংবাদ সংস্থা, ২১ সেপ্টেম্বরঃ নবরাত্রির শুভরতে আত্মনির্ভরতার নতুন পদক্ষেপ। আগামিকাল থেকে দেশেজুড়ে জিএসটি সাশ্রয় উসব শুরু। মহিলা থেকে ব্যবসায়ী সকলে এর সুফল পাবেন। দশকের পর দশক ধরে আলাদা শুদ্ধ পদ্ধতিতে জর্জরিত ছিল দেশ। সব জায়গায় ট্যাক্সের আলাদা আলাদা নিয়ম ছিল। এবার সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে নতুন হারে জিএসটি। এই সিদ্ধান্ত ভারতের অগ্রগতিতে ত্বরান্বিত করবে। রবিবার সন্ধ্যায় জিএসটির নতুন কাঠামো নিয়ে বার্তায় বললেন প্রধানমন্ত্রী



আমি স্বদেশি জিনিস কিনি এবং স্বদেশি জিনিস বিক্রি করি।” এদিন জাতির উদ্দেশে ভাষণে প্রধানমন্ত্রী বলেন, “আমাদের দৈনন্দিন জীবনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে গিয়েছে বিদেশি পণ্য। আমরা তা নিজেও জানি না। এর থেকে আমাদের মুক্তি পেতে হবে। ‘মেড ইন ইন্ডিয়া’ পণ্য কিনতে হবে আমাদের। যেখানে আমাদের দেশের মানুষের পরিচয় মিশে রয়েছে। প্রতিটি বাড়িকে স্বদেশি প্রতীক হিসেবে গড়ে তুলতে হবে। প্রতিটি দোকান স্বদেশি পণ্যে সাজিয়ে তুলতে হবে। গর্বের সঙ্গে বলতে হবে আমি স্বদেশি জিনিস কিনি।”

বনগাঁয় বসে মানব পাচারের কারবার! দু’জনকে গ্রেফতার করল এনআইএ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২১ সেপ্টেম্বরঃ মানব পাচার মামলায় এবার উত্তর ২৪ পরগনার বনগাঁ থেকে দু’জনকে গ্রেফতার করল কেন্দ্রীয় সংস্থা এনআইএ। মানব পাচার চক্রের সঙ্গে যুক্ত থাকার অভিযোগে অমল কৃষ্ণ মণ্ডল এবং আমির আলি শেখকে গ্রেফতার করেছে এনআইএ-র গোয়েন্দারা।



সূত্রের খবর, মাস কয়েক আগে ভুবনেশ্বরে এক নাবালিকাকে উদ্ধার করে ওড়িশা পুলিশ। অভিযোগ, অবৈধভাবে সীমান্ত পার করে তাকে ভারতে নিয়ে আসা হয়েছিল। প্রথমে কলকাতা, তারপর কটক। ওই নাবালিকার সঙ্গে কথা বলে মানবপাচার চক্রের হদিশ পায় পুলিশ। যোগ থাকার তথ্য সামনে আসতেই তদন্ত শুরু করেন এনআইএ-র গোয়েন্দারা। তদন্তে নেমে এক দম্পতির নাম জানতে পারেন গোয়েন্দারা। ওই দম্পতি আদতে বাংলাদেশের বাসিন্দা বলে জানা

গিয়েছে। এই মানব পাচার চক্রের জাল কতদূর বিস্তৃত, তা তদন্ত করতে গিয়ে তাদের আর্থিক সেন্সেন খতিয়ে দেখেই গাইঘাটার বাসিন্দা অমলকৃষ্ণ মণ্ডল এবং বনগাঁর বাসিন্দা আমির আলি শেখের যোগ উঠে আসে। আমির আলী শেখ বৈদেশিক মুদ্রা লেনদেনের কাজের সঙ্গে যুক্ত। অমলকৃষ্ণ গাইঘাটার বাসিন্দা।

কলকাতা বিমানবন্দর থেকে আটক টিএমসি কাউন্সিলর

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২১ সেপ্টেম্বরঃ রাজ্যে পরপর গুলি চলায় ঘটনায় উল্লেখ সাধারণ মানুষ। রবিবার দুপুরেও দক্ষিণ কলকাতার একটি জিমে গুলি চলেছে। এই পরিস্থিতির মাঝে এবার কার্তুজ সহ বিমানবন্দর থেকে আটক করা হল খোদা কাউন্সিলরকে। রবিবার কলকাতা বিমানবন্দর থেকে এক তৃণমূল কাউন্সিলরকে আটক করা হয়েছে। কেন ওই তৃণমূল নেতা আগ্রোয়াস্ত্রের সরঞ্জাম নিয়ে যাচ্ছিলেন, তা স্পষ্ট নয়। দক্ষিণ ২৪ পরগনার পুজালি পুরসভার ১৪ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর শেখ আমিরুল ইসলামকে আটক করা হয়েছে। এদিন তিনি ইন্টিগার একটি মুদ্রাইগামী বিমানে চাপতেই বিমানবন্দরে গিয়েছিলেন। নিয়মমার্কিত ব্যাগ স্ক্যান হওয়ার সময় ওই নেতার ব্যাগে ধাতব বস্তু দেখতে পাওয়া যায়। এরপরই ওই কাউন্সিলরকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। এরপর ব্যাগ চেক করে একে



একে উদ্ধার করা হয় ৬ রাউন্ড ৭.৬৫ কার্তুজ ও ম্যাগাজিন। ওই আগ্রোয়াস্ত্রের সরঞ্জামের কোনও বৈধ নথি দেখাতে পারেননি কাউন্সিলর। তাই তাকে আটক করা হয়েছে। পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে তাকে। পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে। এখনও পর্যন্ত এই বিষয়ে তৃণমূলের তরফে কোনও বক্তব্য পাওয়া যায়নি। তবে শাসক দলের নেতার ব্যাগে আশে আগ্রোয়াস্ত্রের সরঞ্জাম মেলায় প্রশ্ন উঠছে সব মহলেই।

কোটি টাকার প্রতারণার শিকার পূজা! অভিযোগে গ্রেফতার প্রযোজক



নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২১ সেপ্টেম্বরঃ অভিনেত্রী পূজা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে এক কোটি ৬৮ লক্ষ টাকা আর্থিক প্রতারণার অভিযোগে গ্রেফতার করা হল এক প্রযোজককে। ইলেকট্রনিক কমপ্লেক্স থানার অন্তর্গত এক অভিজাত আবাসন থেকে গ্রেফতার করা হল প্রযোজক শ্যামসুন্দর দে-কে। গ্রেফতার করে ট্রানজিট রিমান্ডে তাকে নিয়ে যাওয়া হয়েছে মুম্বই গোয়েন্দাও বাঙ্গার পুলিশ টেকিভে। মুম্বই পুলিশ সূত্রে খবর, গত ১৬ জুলাই অভিনেত্রী পূজা প্রযোজক শ্যামসুন্দর দে-র বিরুদ্ধে একটি অভিযোগ দায়ের করেন। অভিযোগ, গত এপ্রিল মাসে পূজা ও তাঁর স্বামী কুশাল ভার্মার সঙ্গে দেখা করেন ওই প্রযোজক। তিনি জানান একজন ফিল্মার প্রযোজনা নতুন ছবির সম্প্রচারের স্ব স্ব অর্জনের জন্য একজন বিনিয়োগকারীর

প্রয়োজন। শুধু তাই নয়, বিনিয়োগ করলে যে ভাল লাভ পাওয়া যাবে, তা বোঝাতে শ্যামসুন্দর দে সংশ্লিষ্ট প্রাকটিকের সঙ্গে হওয়া চুক্তির ইমেইলের ফটোকপিও দেখান অভিনেত্রী ও তাঁর স্বামীকে। তিনি বোঝান যে এই প্রাকটিক থেকে ভাল উপার্জন হতে পারে। এরপরই ১৭ এপ্রিল থেকে ৫ মে পর্যন্ত এক কোটি ৬৮ লক্ষ টাকা ব্যাক্সের মাধ্যমে ওই প্রযোজককে দেন অভিনেত্রী ও তাঁর স্বামী। কিন্তু সেই টাকা প্রযোজক আত্মসাৎ করেন বলে অভিযোগ। সেই অভিযোগের ভিত্তিতে পৌঁজ লেখিলা। গত শুক্রবার রাতে মুম্বইয়ের বাঙ্গার পুলিশ টেকিভর তদন্তকারীরা সন্টলেক ইলেকট্রনিক কমপ্লেক্স থানার অন্তর্গত অভিজাত আবাসন থেকে গ্রেফতার করা হয়। ওই দিন রাতেই তাঁকে ট্রানজিট রিমান্ডে মুম্বই নিয়ে যাওয়া হয়েছে। মাস কয়েক আগে পূজা ও তাঁর স্বামীর বিরুদ্ধে অপহরণের অভিযোগ তুলেছিলেন শ্যামসুন্দর। পরে পূজা জানান, তাঁদের কষ্ট করে অর্জন করা টাকা প্রতারণা করে নিয়ে নেওয়া হয়েছে। একেবারে শূন্য থেকে শুরু করতে হবে বলেও জানিয়েছিলেন তিনি।

মহালয়ায় মন্ত্রী ইন্দ্রনীলের সঙ্গে গান ধরলেন মমতা

অভিষেক বললেন ‘এখন পূজো আর চারদিনের নয়’

দেব ভট্টাচার্য, কলকাতা, ২১ সেপ্টেম্বরঃ আমাদের ছোটবেলায় দুর্গাপূজা মানে চারটে দিন ছিল। ২০১১ সালে বাংলায় মা-মাটি মানুষের সরকার আসার পর, সরকারের উদ্যোগে, প্রচেষ্টায় যেভাবে সর্বপ্রিয় উসবের প্রসার ঘটেছে। তৃণমূলের মুখপত্র ‘জাগো বাংলা’র শারদীয়া সংখ্যার উদ্বোধনী অনুষ্ঠান গতি পেল অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বলা এই কথাগুলো দিয়ে। তখন মধ্যে উপস্থিত ছিলেন দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও রবিবারের অনুষ্ঠানে ইন্দ্রনীল সেনের সঙ্গে গলা মিলিয়ে গান ধরেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী জানান, “এবছর ক্লাবগুলোকে ১ লক্ষ ১০ হাজার টাকাই নয়, বিদ্যুতের ৮০ শতাংশ মকুব করা হয়েছে। তাছাড়াও কলকাতা পুরসভার বিজ্ঞাপন খরচ, দমকল সবটাই নিখরচা করে দেওয়া হয়েছে। সবার পূজো ভাল কাটুক।” গান নিয়েও এদিন বিশেষ মুহূর্ত তৈরি হল মধ্যে। রাজ্যের মন্ত্রী ইন্দ্রনীল সেন জানান, এ বছর যে সংগীত আলবামের উদ্বোধন হয়েছে, তার প্রতিটি গানের কথা ও সুরকার স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী। এর উত্তরে হাসিমুখে মমতা বললেন, “আমি তো শিল্পী নই। ছোটবেলায় একটু গান শিখেছিলাম। আজও শুধু কথা আর সুর দিয়ে কিছু বলতে পারি। গলা বুঝি খারাপ।” তবে ইন্দ্রনীল সেন পাঠা মন্তব্য করলেন, “রাজনীতির বাইরে উনি অসাধারণ গীতিকার, সুরকার। আবার ছবিও



আঁকেন দারুণ।” শেষে মুখ্যমন্ত্রী স্বভাবসুলভ ভঙ্গিতে ইন্দ্রনীলকে বলেন, “তুমি গান ধরো, জাগো দুর্গা ধরো।” এদিন মমতা বলার আগেই বক্তব্য রাখেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি বলেন, “এখন মহালয়ার সঙ্গে সঙ্গেই রাস্তায় ঠাকুর দেখতে নেমে পড়েন। প্যাভিলনে প্যাভিলনে যান। তার সঙ্গে সঙ্গে বাংলায় যত ক্লাব রয়েছে, তাদের এই অর্থনৈতিক প্রতিকূলতার মধ্যেও

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ১ লক্ষ ১০ হাজার টাকা করে দিয়ে সাহায্য ও সহযোগিতা করেছেন। দুর্গাপূজার প্রসার ঘটিয়েছেন। মহালয়া মানেই ঠিক তিন বছর আগে আমাদের রাজ্য সরকারের এই প্রচেষ্টাকে ইউনেস্কো ইনটার্জিবল হেরিটেজ স্বীকৃতি দিয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকারকে বিশ্বের দরবারে তুলে ধরেছে। এটা আমাদের সকলের বাড়তি প্রাপ্য এবং পাওনা।”

মাটিকে কলুষিত করতে গত চার পাঁচ বছর আগে বাংলাকে অপমানিত করতে বলে গেছিল যে এখানে পূজো হয় না, আজ থেকে ঠিক তিন বছর আগে আমাদের রাজ্য সরকারের এই প্রচেষ্টাকে ইউনেস্কো ইনটার্জিবল হেরিটেজ স্বীকৃতি দিয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকারকে বিশ্বের দরবারে তুলে ধরেছে। এটা আমাদের সকলের বাড়তি প্রাপ্য এবং পাওনা।”

‘টাকার মোহ নয়, ন্যায়বিচারের সঙ্গে প্রেম করুন’, বিচারপতিদের পরামর্শ গবাইয়ের

হি.স., নয়াদিল্লি, ২১ সেপ্টেম্বরঃ কয়েকজন বিচারক বা বিচারপতির ক্ষমতার অপব্যবহার গোটা বিচারব্যবস্থাকে প্রশ্নের মুখে ফেলতে পারে গোটা বিচারব্যবস্থাকে। শনিবার সেন্ট্রাল অ্যাডমিনিস্ট্রিটো টাইবুনাল নামে এক সম্মেলনে গিয়ে এমনটাই বললেন দেশের প্রধানবিচারপতি বি আর গবাই। পাশাপাশি, বিচারব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদের টাকা নয়, ন্যায়বিচারের প্রতি প্রেম থাকতে হবে বলেও পরামর্শ দেন তিনি। তাঁর কথায়, “আমি আশা করব, বিচারব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদের টাকার মোহ নয়, বরং ন্যায়বিচারের সঙ্গে প্রেম রয়েছে। সেই দিকেই তাঁরা নিজেদের উৎসর্গ করতে চান।” তাঁর সংযোজন, “আমাদের কাছে আসা বিচারপ্রার্থীরা, আমাদের বিশ্বাস করেন। তাঁরা মনে করেন, এখানেই হয়তো তাঁদের সমস্যার সুরাহা হবে। তাই আমাদের দায়িত্ব এবং ন্যায় ছাড়া কোনও রং আমাদের রায়ে লাগতে দেওয়া যাবে না। আর তা উচিতও নয়।” সম্প্রতি নগদকাণ্ড ঘিরে প্রশ্নের মুখে পড়েছিলেন দিল্লি হাইকোর্টের বিচারপতি যশবন্ত ভর্মা।

পরবর্তীতে তাকে দিল্লি থেকে বদলি করে পাঠানো হয় এলাহাবাদ হাইকোর্টে। তাঁর বিরুদ্ধে আনা হয়েছে অনাশ্রয় প্রস্তাবও পাশাপাশি, এই বিতর্ক যখন দানা বাঁধে, সেই সময় বিচারপতি ভর্মার অপসারণেরও সুপারিশ করেছিলেন

বলেন, “সম্প্রতি বার কাউন্সিলে, খবরের কাগজে এবং কিছু অনলাইন পোর্টাল থেকে একটা ঘটনার কথা জানতে পারলাম। আমি কারওর নাম নেব না। কিন্তু এই ধরনের ঘটনা গোটা প্রতিষ্ঠানকেই প্রশ্নের মুখে ফেলে।” শুনলাম একজন



পূর্বতন প্রধান বিচারপতি সঞ্জীব খান্না। এই আবেহে বর্তমান প্রধান বিচারপতির করা মন্তব্যও বেশ তাৎপর্যপূর্ণ। এদিনের সম্মেলনের বম্বে হাইকোর্টের একটি ঘটনার কথাও উল্লেখ করেন তিনি। সেই উচ্চ আদালতের বিচারপতির আচরণ নিয়ে তীব্র কটাক্ষ করতে দেখা যায় তাঁকে। প্রধান বিচারপতি

বিচারপতির তীব্র অপমানের কারণে একজন আইনজীবী আদালতে অজ্ঞান হয়ে পড়ে গিয়েছেন। আমাদের মাথায় রাখা প্রয়োজন, ন্যায়বিচারের যে সোনার পাখি রয়েছে, বিচারপতি এবং আইনজীবীরা সেই পাখির দুটি ডানা কেউ উচ্চ পদস্থ কিংবা নিম্ন পদস্থ নন, বরং উভয়েই অপরিহার্য।”

ভোটের মুখে ফের চমক নীতীশের, সরকারি কাজে গতি আনতে ট্যাব ও স্মার্টফোন বিলি

হি.স., পাতনা, ২১ সেপ্টেম্বরঃ ভোটের মুখে বড় ঘোষণা নীতীশ কুমারের। ‘মহাদলিত উন্নয়ন মিশন’ের কর্মীদের এককালীন ২৫ হাজার টাকা করে দেওয়া হবে ট্যাবলেট কেনার জন্য। এর পাশাপাশি বাড়ানো হয়েছে যাতায়াত এবং দফতর সামগ্রীর ভাতাও। সরকারের দাবি, এই পদক্ষেপে তৃণমূল স্তরে উন্নয়নমূলক কাজ আরও গতি পাবে। বিহারের মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন, বিকাশ মিত্রেরা যাতে সহজেই বিভিন্ন কল্যাণমূলক প্রকল্পের সুবিধাভোগীদের তথ্য সংরক্ষণ করতে পারেন এবং অন্যান্য কাজ দ্রুত সম্পন্ন করতে পারেন, তার জন্য এই ট্যাবলেট দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। ন্যায়সঙ্গত উন্নয়নের নীতি মেনেই সরকার পিছিয়ে পড়া সমাজের উন্নতির জন্য ধারাবাহিকভাবে কাজ করে চলেছে। বিশেষ করে তফশিলি জাতি ও তফশিলি উপজাতি সম্প্রদায়ের কাছে সরকারি প্রকল্পগুলি পৌঁছে দিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেন বিকাশ মিত্ররা। তাঁদের হাতে সরকারি পণ্য পড়েছিলো দিল্লি হাইকোর্টের বিচারপতি যশবন্ত ভর্মা।



করা হয়েছে। এতে তাঁদের মাঠপর্যায়ে কাজ করতে এবং নথি সংগ্রহে সুবিধা হবে। তিনি রবিবার ঘোষণা করেছেন, মহাদলিত, দলিত, সংখ্যালঘু এবং অতি পিছিয়ে পড়া সম্প্রদায়ের শিশুদের শিক্ষার সুযোগ নিশ্চিত করতে এবং মহিলাদের

সাক্ষরতায় ভূমিকা রাখা ‘শিক্ষা সেবক’দের জন্যও নতুন সুবিধা চালু হচ্ছে। ‘আক্ষর আঁচল’ প্রকল্পের অন্তর্গত এই কর্মীদের প্রত্যেককে ১০ হাজার টাকা করে দেওয়া হবে স্মার্টফোন কেনার জন্য, যাতে ডিজিটাল কাজ কারবার সহজে সম্পন্ন করা যায়। উপহার দিচ্ছে নীতীশ সরকার। এর আগে একাধিক প্রকল্পের অধীনে বিভিন্ন সুবিধা দিয়েছেন তিনি রাজ্যবাসীকে। আর শুধু নীতীশ নয়, ভোটের আগে রাজ্যবাসীকে উপহার দিচ্ছেন তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী এমকে স্ট্যালিনও। সম্প্রতি মা-বাবা হারানো শিশু, অথবা বাবা-মায়ের একজন মারা যাওয়ার পর অনাজন যদি আর্থিক বা শারীরিকভাবে সন্তানের দায়িত্ব নিতে অক্ষম হন, সেই সব শিশুদের মাসে ২ হাজার টাকা করে ভাতা দেওয়ার কথা ঘোষণা করেন তিনি।

মহালয়ার শুভেচ্ছা জানালেন মুখ্যমন্ত্রী, নিজের লেখা নতুন গান উপহার মমতার

কলকাতা, ২১ সেপ্টেম্বরঃমহালয়ার পবিত্র ভোর মানেই এক বিশেষ আবেগ, এক অদ্ভুত নস্টালজিয়া। বাংলার মানুষ বরাবরই এই দিনটিকে নতুন করে শুরু হওয়া আনন্দের উৎসবের প্রত্ন্যবনা হিসেবে দেখে এসেছে। পিতৃপক্ষের অবসান ঘটিয়ে এই দিনেই সূচনা হয় দেবীপক্ষে। ভোররাত্তে রেডিওতে বাজতে থাকে চিরচেনা ‘ আর তার সঙ্গেই শহর থেকে গ্রাম পর্যন্ত প্রতিটি হৃদয়ে শুরু হয় দুর্গাপ্রসবের কাডস্টাডাউন।এই আবেগঘন দিনে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও রাজবাসীকে জানালেন মহালয়ার আনুতির স্তুভেচ্ছা। শুধু শুভেচ্ছাই নয়, বরাবরের মতো এ বছরও তিনি শিল্পীরাষ্ট্রাকে নতুন করে তুলে ধরলেন। নিজের লেখা ও সুর করা এক নতুন পুজোর গান প্রকাশ করলেন তিনি। রবিবার সকালে এগ্ন হাউসেলে মুখ্যমন্ত্রী লিখেছেন-জাগো দুর্গা, জাগো দশপ্রহরণধারিণী। বার্তায় তিনি জানান, তর্পণের শুভক্ষণে, দেবীর আগমনে ও আবাহনে তিনি সকলকে জানাচ্ছেন মহালয়ার প্রীতি ও শুভেচ্ছা। মুখ্যমন্ত্রীর এই নতুন গান প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই সোশ্যাল মিডিয়ায় তা ছড়িয়ে পড়েছে। রাজবাসীর কাছে এই গান হয়ে উঠেছে দুর্গাপুজোর উসব আবহে এক নতুন সংযোজন। অনেকেই গানটি শোনার পর জানিয়েছেন, প্রতি বছরই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নিজের লেখা কবিতা, গান কিংবা চিত্রকর্মের মাধ্যমে পুজোর নতুন মাত্রা যোগ করেন। এ বছরও তার ব্যতিক্রম হয়নি।এদিকে, মহালয়ার দিন থেকেই শহরের পুজোর আবহ যেন আরও স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

কুমারটুলি থেকে শুরু করে রাজ্যের নানা প্রান্তের পুয়া পাড়া-সব জায়গাতেই এখন চলছে শেষ মুহূর্তের ব্যস্ততা। প্রতিমা গড়ার কাজ প্রায় শেষ। শিল্পীরা এখন সাঙ্গসজ্জার খুঁটিনাটি নিয়ে চূড়ান্ত টানটান উত্তেজনায় কাজ চালাচ্ছেন। ছোট ছোট মণ্ডপ থেকে বড় বাড় খিমপুজো-সব জায়গাতেই উৎসবের আবহ যেন ফুটে উঠেছে।দেবীপক্ষের সূচনার দিনেই মমতার এই নতুন গান রাজ্যের উৎসবিয়ে মানুষের মনে এক বিশেষ আনন্দ যোগ করেছে। সরকারি কাজের চাপের ফাঁকেও মুখ্যমন্ত্রী সময় বের করে গান লিখে, সুর দিয়ে উল্লের সঙ্গে নিজেকে যুক্ত রাখেন, সেটাই আলাদা তাৎপর্য বহন করে। এ যেন রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের বাইরেও তাঁর আরেকটি পরিচয়, যা তাঁকে মানুষের আরও কাছাকাছি নিয়ে আসে।বাংলার দুর্গোৎসবকে ঘিরে যেমন ধর্মীয় আবেগ, তেমনি রয়েছে এক বিনৈল সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য। সেই ঐতিহ্যের অংশ হয়ে প্রতি বছরই মমতার গান বা কবিতা মানুষের কাছে এক নতুন প্রতীক্ষা তৈরি করে। এবারও সেই ধারাবাহিকতা বজায় রেখে মহালয়ার সকালে তিনি গান শোনালেন বাংলাকে। তাঁর শুভেচ্ছা বার্তা ও গান যেন উৎসবের আবহকে আরও আবেগঘন করে তুলল।দেবীপক্ষের সূচনা হয়ে গেছে। প্রতিমার ঢোখে রঙ, মণ্ডপে আলো, শহরের অলিগলি থেকে রাজপথ-সব জায়গাতেই শুরু হয়ে গেছেই আনন্দের রঙিন মেলা। মহালয়ার শুভক্ষণে মুখ্যমন্ত্রীর গান নেন সেই উৎসবের সুরুতে এক বিশেষ সুর বেঁধে দিল বাংলার হৃদয়ে।

বর্ধমানে ১৯ নম্বর জাতীয় সড়কে দুর্ঘটনা, আহত একাধিক

বর্ধমান, ২১ সেপ্টেম্বর : বর্ধমানের রথতলার কাছে ১৯ নম্বর জাতীয় সড়কে টোটোর সঙ্গে ধাক্কা লাগে একটি চারচাকা গাড়ি। সংঘর্ষের জেরে দুমড়ে মুচড়ে যায় টোটোটি। চালক-সহ আহত হয় ৭ জন।খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছে বর্ধমান থানার পুলিশ আহতদের উদ্ধার করে। তাদের বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। আহতদের মধ্যে পাঁচ জনের আঘাত গুরুতর না হওয়ায় তাদের প্রাথমিক চিকিৎসার পরে ছেড়ে দেওয়া হয়।

যোষণা

দূরন্ত প্রকাশন (প্রাঃ) লিমিটেড বা তার কোনও এজেন্ট এই সংবাদপত্রে প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞানের যথার্থতা ও নির্ভরযোগ্যতার ব্যাপারে কোনও ভাবে দায়বদ্ধ নয়। এই সংবাদপত্রে প্রকাশ করা বিজ্ঞানগুলি শুধুমাত্র সরল বিশ্বাসে গ্রহণ করা হয়। এই যোগা ভাষার স্রস্রস্রের স্পেশাল ক্রাইম ড্রাক্সের নির্দেশ অনুযায়ী খপা হচ্ছে।

২২ সেপ্টেম্বর থেকে কার্যকর নতুন জিএসটি হার, নানা মহলে খুশির আবহ

নয়াদিল্লি, ২১ সেপ্টেম্বর (হি.স)ঃ আর মাত্র একদিনের অপেক্ষা, সোমবার (২২) থেকে কার্যকর হচ্ছে নতুন জিএসটি হার। তার আগে খুশির আবহ নানা মহলে। পরবর্তী প্রজন্মের পণ্য এবং পরিষেবা কর (জিএসটি) সংস্কারের আওতায়। ভারত সরকার বেশ কয়েকটি ক্ষেত্রে বড় ধরনের কর হ্রাস যৌষণা করে সাধারণ মানুষের উপর থেকে বোঝা কমিয়েছে। উল্লেখযোগ্যভাবে, গ্লাসস, স্পোর্টস কিট, সাধারণ শারীরিক ব্যায়ামের সরঞ্জাম এবং মাছ ধরার সরঞ্জাম-সহ ক্রীড়া সামগ্রীর উপর জিএসটি ১২ শতাংশ থেকে কমিয়ে ৫ শতাংশ করা হয়েছে। এই পদক্ষেপ কেবল এই জিনিসগুলিকে আরও সস্ত্রীক করে তুলবে না বরং খেলার মাধ্যমে শৈশব শিক্ষাকেও উৎসাহিত করবেকর কাঠামো সরলীকরণ এবং নাগরিকদের উপর আর্থিক বোঝা কমানোর লক্ষ্যে এক যুগান্তকারী পদক্ষেপ হিসেবে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এই বছর স্বাধীনতা দিবসের ভাষণে পরবর্তী প্রজন্মের জিএসটি সংস্কারের কথা যৌষণা করেন। নতুন করের হার সোমবার থেকেই কার্যকর করা হবে। গৃহস্থালীর ইলেকট্রনিক জিনিসপত্রের



উপর জিএসটি হার কমিয়ে সরকার ইলেকট্রনিক্স শিল্পের জন্য একটি বড় স্বস্তি যৌষণা করেছে। ইলেকট্রিক অ্যাকিউমুলেটরের উপর করের হার ২৮ শতাংশ থেকে কমিয়ে ১৮ শতাংশ করা হয়েছেনতুন জিএসটির হারে সস্তা হচ্ছে কী কীদুধ, ছানা, পনির, রুটি, পাউন্ডটির উপর পাঁচ শতাংশ জিএসটি ছিল। তা প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়েছেকনডেনসড মিল্ক, মাখন, ঘি, তেল, চি এবং দুধজাত যাবতীয় পণ্যের উপর ১২ শতাংশ থেকে কমিয়ে জিএসটি করা হয়েছে পাঁচ শতাংশ। একই হার প্রযোজ্য

বাদাম, খেজুর, আনারস, অ্যান্ডোকাভা, পেয়ারা, আম এবং অন্যান্য ফলের ক্ষেত্রে।পশুচর্বি, সসেজ, সংরক্ষিত বা রান্না করা মাংস, মাছ, চিনি, পান্তা, নুডলস, স্প্যাগেটি এবং বিভিন্ন সজির দাম কমছে। জিএসটি এ সব ক্ষেত্রে ১২ শতাংশ থেকে ৫ শতাংশে নামছে।জ্যাম, জেলি, মাশরুম, নারকেলের জল, ইস্ট, সর্ষে, সয়াবিন, ভুজিয়া এবং পানীয় জলের ২০ লিটারের বোতলের উপর থেকে জিএসটি ১২ শতাংশ থেকে কমে হল পাঁচ শতাংশ।ময়, মিছরি,

ধান কৃষকদের গর্ব, কৃষিই সভ্যতার প্রাণঃপীযুষ গোয়েল

নয়াদিল্লি, ২১ সেপ্টেম্বরঃকৃষি সর্বদাই সভ্যতার প্রাণ, আর ধান হল কৃষকদের গর্ব। – রবিবার রাজধানী নয়াদিল্লিতে আয়োজিত এক গুরুত্বপূর্ণ আলোচনাসভায় এই মর্মস্পর্শী মন্তব্যই করেন কেন্দ্রীয় বাণিজ্যমন্ত্রী পীযুষ গোয়েলা। দেশের কৃষি, কৃষকের অবদান এবং বিশেষ করে ধান উৎপাদনের গুরুত্বকে সামনে রেখে তিনি বলেন, কৃষিকে বাদ দিয়ে সভ্যতার কোনও কাহিনি সম্পূর্ণ হতে পারে না। মানুষের বেঁচে থাকা, সামাজিক অগ্রগতি এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নের মূলে কৃষির অবদান অস্বীকার করার উপায় নেই।এই প্রেক্ষিতেই তিনি উল্লেখ করেন, আগামী ৩০ এবং ৬১ অক্টোবর নয়াদিল্লির ভারত মণ্ডপে অনুষ্ঠিত হতে চলেছে বিআইআরিস ২০২৫ - ভারত আন্তর্জাতিক ধান সম্মেলন, যা বিশ্বের সবচেয়ে বা ধানকেন্দ্রিক আয়োজন হিসেবে ইতিমধ্যেই আন্তর্জাতিক মহলে সাড়া ফেলেছে। এ বছর এই মহাসম্মেলনে এক হাদের নীচে একত্রিত হবেন দেশের বিভিন্ন প্রান্তের ধানচাষি, আন্তর্জাতিক ক্রেতা, গবেষক, বিজ্ঞানী এবং বাণিজ্যিক আদ্যাদারী। গোয়েলের মতে, এটি শুধু একটি প্রদর্শনী বা বাণিজ্য সম্মেলন নয়, বরং ভারতের বহুমুখী ধানের বৈচিত্র্য, গুণমান এবং ব্যবসা-বাণিজ্যের সম্ভাবনাকে গোটা বিশ্বের সামনে তুলে ধরার এক বিরল সুযোগ।মন্ত্রী বলেন, ভারতবর্ষের ধানচাষিদের ইতিহাস হাজার বছরের পুরনো। এই ধানের সঙ্গে যুক্ত আছে কৃষকের ঘাম, শ্রম আর আত্মত্যাগ। দেশের সংস্কৃতির সঙ্গে ধান জািয়ে আছে অবিচ্ছেদ্যভাবে। পীযুষ গোয়েলের বক্তব্যে স্পষ্ট হয়ে যায়, সরকার ধানচাষিকে কেবল খাদ্যদ্রব্য উৎপাদনের বিষয় হিসেবে দেখছে না, বরং এটিকে বৈশ্বিক বাণিজ্য ও উদ্ভাবনের কেন্দ্রবিন্দুতে আনতে



চাইছে। তিনি বলেন, এই সম্মেলন হবে ভারতের কৃষি ও কৃষিভিত্তিক রপ্তানির গতিপথ বদলে দেওয়ার এক নতুন অধ্যায়।গোয়েল স্পষ্ট করে জানান, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে ভারত কৃষকদের স্বার্থকে সর্বোপে রেখেই আন্তর্জাতিক বাণিজ্য আলোচনা করছে। তিনি বলেন, আমরা কখনওই আমাদের কৃষকদের স্বার্থের সঙ্গে আপস করব না। কৃষক আমাদের বাণিজ্যনীতির হৃদয়ে। তাদের কল্যাণই সরকারের প্রথম অঙ্গীকার। কৃষকদের আস্থা অর্জন না করে কোনও উন্নয়নের কথা ভাবা যায় না।তিনি আরও বলেন, আগামী পাঁচ বছরের মধ্যে কৃষি ও কৃষিভিত্তিক রফতানি দ্বিগুণ করার লক্ষ্য স্থির করেছে কেন্দ্র। তাঁর আশা, বিআইআরিস ২০২৫ সেই লক্ষ্যের পথে ভারতের দৃঢ় পদক্ষেপকে আরও শক্তিশালী করবে। মন্ত্রী বলেন জানা-দেশ যেন বা স্বপ্ন দেখতে শেখে, সাহসী পরিকল্পনা করে ভবিষ্যতের পথে এগোয়। ভারতের লক্ষ্য হওয়া উচিত শুধু বিশ্বের সবচেয়ে বড় রপ্তানিকারক হওয়া নয়, বরং সবচেয়ে বিশ্বস্ত এবং নির্ভরযোগ্য কৃষিপণ্য ব্র্যান্ডে পরিণত হওয়া।কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বলেন, ধান থেকে

শুরু করে বিভিন্ন কৃষিপণ্যে মূল্য সংযোজনের মাধ্যমে বিশ্ববাজারে নতুন সম্ভাবনার দ্বার খোলা দরকার। আধুনিক প্রযুক্তি, উদ্ভাবনী গবেষণা, প্রক্রিয়াজাতকরণ এবং নতুন পণ্য তৈরি এই প্রক্রিয়ায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে। তাঁর মতে, ভারত যদি মূল্য সংযোজিত ধান পণ্যের প্রচার এবং সমর্থন করতে পারে, তবে আগামী দিনগুলোতে দেশ আরও অনেক বেশি আন্তর্জাতিক বাজারে প্রদর্শাধিকার অর্জন করবে।তিনি বলেন, এগিয়ে যাওয়ার পথ হবে নতুন বাজার খোঁজা, মূল্য সংযোজিত উদ্ভাবনী পণ্য তৈরি করা এবং সেগুলিকে বিশ্ববাসীর কাছে পৌঁছে দেওয়া। তাঁর বক্তব্যে স্পষ্ট-ভারতের কৃষি আর কেবল দেশীয় ভোক্তাদের খাদ্য জোগান নয়, বরং বৈশ্বিক মানচিত্রে ভারতকে নেতৃত্বের আসনে বসানোর অন্যতম হাতিয়ার।গোয়েলের বক্তৃ তায় একাধিক দিক উঠে আসে। তিনি বারবার জোর দেন বিকশিত ভারত ২০৪৭-এর লক্ষ্যের কথা। স্বাধীনতার শতবর্ষপূর্তির সময় ভারত নেন উন্নত রাষ্ট্রের সারিতে পৌঁছায়, সেই দিকেই কাজ করছে সরকার। কৃষিকে বাদ দিয়ে সেই লক্ষ্য অর্জন

চকোলেট, কর্নফ্রেক্স, কেক, পেস্টি, সুপ, আইসক্রিম, জিলেটিনের উপর থেকে জিএসটি কমানো হয়েছে। এত দিন ১৮ শতাংশ জিএসটি ছিল এই সমস্ত পণ্যে। কমে হয়েছে পাঁচ শতাংশ।এ ছাড়া, যাবতীয় জীবনবিমা এবং স্বাস্থ্য বীমার উপর থেকে জিএসটি সম্পূর্ণ প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়েছে।বিড়ির দাম কমছে। বিড়ির পাতার উপর ১৮ শতাংশ থেকে জিএসটি কমে হচ্ছে পাঁচ শতাংশ। বিড়ির উপর ২৮ শতাংশ থেকে জিএসটি কমে হচ্ছে ১৮ শতাংশ।সালফিউরিক অ্যাসিড, নাইট্রিক অ্যাসিড, অ্যামোনিয়ার উপর জিএসটি পাঁচ শতাংশে নামিয়ে আনা হচ্ছে।টিভি, এসি, ছোট গাড়ি, ৬৫০ সিসি-র নীচে বাইকের দাম কমছে। এখন থেকে এই পণ্যগুলিতে ১৮ শতাংশ জিএসটি নেওয়া হবে।নতুন জিএসটির হারে দামি হচ্ছে কী কীবিলাসরহুল গাড়ি, মোটরসাইকেল, প্রাইভেট জেট, রেসিং কারের উপর ৪০ শতাংশ জিএসটি আরোপ করা হয়েছে।পানমশলা, বাড়তি চিনি মিশ্রিত পানীয়, কার্বনযুক্ত পানীয়ের দাম বাড়ছে। ২৮ শতাংশ থেকে জিএসটি করা হচ্ছে ৪০ শতাংশ।

সম্ভব নয়। কৃষি, কৃষক ও কৃষিভিত্তিক শিল্প-এই তিনকে সমানতালে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া ছাড়া উন্নয়ন টেকসই হবে না।মন্ত্রী এও বলেন, কৃষকের অবদান শুধু খাদ্য উৎপাদনেই সীমাবদ্ধ নয়। তাঁদের শ্রম দেশের অর্থনীতিকে গতিশীল করে। কৃষি ক্ষেত্রের বিকাশই শিল্পক্ষেত্রের জ্বালানি, কর্মসংস্থানের উৎস এবং গ্রামীণ উন্নয়নের ভিত্তি। তাই কৃষকের কল্যাণকে কেন্দ্র করে সরকার একাধিক পদক্ষেপ নিচ্ছে। ধান সম্মেলন সেই পথকে আরও সুদৃঢ় করবে।তিনি আবেগপ্রবণভাবে বলেন, ধান ভারতের চাষির কাছে শুধু ফসল নয়, গর্বের প্রতীক। ধানের শস্যক্ষেত্র মানে পরিশ্রম, মানে ঐতিহ্য, মানে সমৃদ্ধির স্বপ্ন। এই ধান ভারতের রন্ধনশিল্প থেকে শুরু করে সংস্কৃতির সঙ্গে একাকার হয়ে গেছে। এমনকি উসব-পার্বণেও ধানের উপস্থিতি অনিবার্য। সেই ধানকে কেন্দ্র করে আন্তর্জাতিক মঞ্চে ভারতের নেতৃত্ব গড়ে তোলা সময়ের দাবি।বক্তৃতার শেষে মন্ত্রী আহ্না জানান, কৃষক, শিল্পপতি, গবেষক, নীতি নির্ধারক-সবাই যেন হাতে হাত মিলিয়ে কাজ করেন। কৃষককে একা লাই করতে দেওয়া যাবে না। কৃষি ও শিল্পের মেলবন্ধন, সরকার ও বাজারের সহযোগিতা এবং সমাজের সর্বস্তরের সহযোগিতা মিলেই বিকশিত ভারত গড়ে উঠবে। তিনি বলেন, আসুন আমরা সকলেই আমাদের কৃষকদের জন্য একটি উন্নত ভবিষ্যতের জন্য অবদান রাখি।এই ঘোষণার মধ্য দিয়ে কেন্দ্রের বাণিজ্যমন্ত্রী শুধু একটি সম্মেলনের প্রচারই করলেন না, বরং ভারতের কৃ ষিনীতির আগামী দিক নির্দেশ ও তুলে ধরলেন। তাঁর বক্তৃতায় স্পষ্ট হয়ে গেল, কৃষিই সভ্যতার প্রাণ, কৃষকই দেশের গর্ব, আর ধান সেই গর্বের এক অনন্য প্রতীক।

৩৭৫টি রাস্তা এখনও বন্ধ, বুধবার থেকে ফের বৃষ্টিতে ভাসবে হিমাচল

শিমলা, ২১ সেপ্টেম্বর (হি.স.)ঃ হিমাচল প্রদেশের ওপর থেকে দুর্গোে কাটছেই না। আগামী ২৪ সেপ্টেম্বর, বুধবার থেকে ফের বৃষ্টি শুরু হতে পারে হিমাচল প্রদেশে। এমনটাই জানিয়েছে আবহাওয়া দফতর। পূর্বাভাসে জানানো হয়েছে, আগামী



২৪ সেপ্টেম্বর থেকে হিমাচল

প্রদেশের বিভিন্ন জেলায় নতুন করে ফের বৃষ্টি শুরু হতে পারে।রবিবারও হিমাচল প্রদেশের অনেক জায়গায় যানবাহন চলাচল ব্যাহত হয়েছে। দৃষ্টি জাতীয় সড়ক-সহ প্রায় ৩৭৫টি রাস্তা এখনও অবরুদ্ধ রয়েছে, এই রাস্তাগুলি মূলধারের বৃষ্টিপাত এবং

ভূমিধসের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। মন্ডিতে সর্বাধিক ১২৮টি রাস্তা অবরুদ্ধ রয়েছে, তারপরে কুল্লতে ১১০, কাংডায় ৬৪ এবং শিমলায় ২৫টি রাস্তা বন্ধ রয়েছে।রবিবারও হিমাচল প্রদেশের অনেক জায়গায় যানবাহন চলাচল ব্যাহত হয়েছে।

সোমবার অরুণাচল ও ত্রিপুরা যাচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী, রয়েছে বেশ কিছু কর্মসূচি

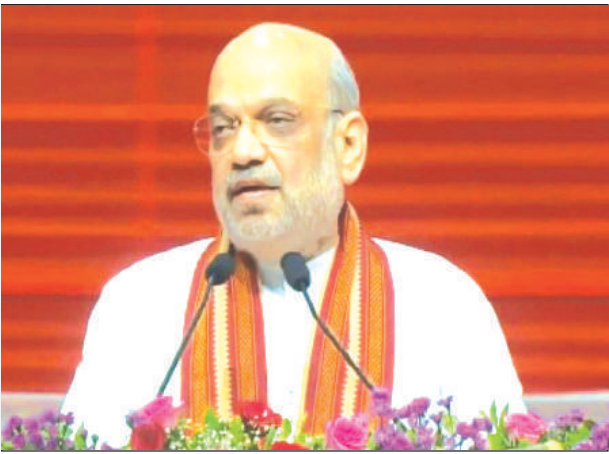


নয়াদিল্লি, ২১ সেপ্টেম্বর (হি.স.)ঃসোমবার অরুণাচল প্রদেশ ও ত্রিপুরা সফরে যাচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। দুই রাজ্যে বেশ কিছু কর্মসূচি রয়েছে প্রধানমন্ত্রীর। ৫,১০০ কোটি টাকা মূল্যের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্পের উদ্বোধন ও শিলাল্যাস করবেন প্র়ধানমন্ত্রী।প্রধানমন্ত্রী আজ অরুণাচল প্রদেশ ও ত্রিপুরা সফর করবেন। তিনি ইটানগরে ৬,৭০০ কোটি টাকারও বেশি মূল্যের দু'টি বড় জলবিদ্যুৎ প্রকল্পের ভিত্তি স্থাপন করবেন এবং যোগাযোগ, স্বাস্থ্য ও উন্নয়নে নিবেদিত প্রকল্প উদ্বোধন করবেন। ত্রিপুরায় তিনি মাতা ত্রিপুরা সুন্দরী মন্দির কমপ্লেক্সে কাজের উদ্বোধন করবেন।

দাদাসাহেব ফালকে পাওয়ায় মোহনলালকে শুভেচ্ছা ওড়িশার মুখ্যমন্ত্রীর

ভুবনেশ্বর, ২১ সেপ্টেম্বর : দাদাসাহেব ফালকে পুরস্কার পাওয়ায় প্রখ্যাত অভিনেতা মোহনলালকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন ওড়িশার মুখ্যমন্ত্রী মোহনরেন গ মাঝি। রবিবার তিনি সামাজিক মাধ্যমে লিখেছেন, ভারতীয় সিনেমার বিভিন্ন ভাষায় তাঁর বহুমুখী প্রতিভা ও অসামান্য অবদান আগামী প্রজন্মকে অনুপ্রাণিত করবে।দাদাসাহেব ফালকে পুরস্কারকে দেশের চলচ্চিত্র জগতের সর্বোচ্চ সম্মান হিসেবে ধরা হয়, যা আত্মীবন অবদানের স্বীকৃতি স্বরূপ দেওয়া হয়। এই সম্মানে ভূষিত হওয়ায় শুধু তাঁর ভক্তদেরই হতেই আনন্দ নয়, গোটা ভারতীয় সিনেমারও গৌরব বৃদ্ধি পেয়েছে।

অন্ধকার মুছে জাগ্রত হোক দীপশিখা, মহালয়ার শুভেচ্ছা বার্তা অমিত শাহের



নয়াদিল্লি, ২১ সেপ্টেম্বর : মহালয়া উপলক্ষ্যে সমগ্র দেশবাসীকে শুভেচ্ছা জানালেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। রবিবার এগ্ন হাউসেলে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ লেখেন, শুভ মহালয়া!এই পবিত্র মহালয়ার মোহেত্মক্ষণে হৃদয়ের গভীর থেকে সকলকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা।অমিত শাহ আরও লেখেন, মায়ের স্নেহ ও অপরিসীম করুণাধারা প্রতিটি প্রাণে বায়ে অনুক আনন্দ, শক্তি, সমৃদ্ধি এবং সুস্থত্বের উজ্জ্বল আভা। জীবনের প্রতিটি অন্ধকার মুছে যাক, জাগ্রত হোক নতুন আশার দীপশিখা।

বক্তৃতা ও আলোচনার মাধ্যমে মাদকের অপব্যবহার বন্ধ করা যায় নাঃজয়রাম ঠাকুর



শিমলা, ২১ সেপ্টেম্বর : মাদক-মুক্ত দেশ গঠনের লক্ষ্যে রবিবার সমগ্র দেশে আয়োজিত হল নমো যুবা দৌড়। হিমাচল প্রদেশেও এই নমো যুবা দৌরে অয়োজন করা হয়। হিমাচলের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা বিজেপি নেতা জয়রাম ঠাকুর এদিন বলেছেন, এটা সৌভাগ্যের বিষয় যে, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী তাঁর দক্ষ নেতৃত্বের মাধ্যমে দেশে অবদান রাখছেন। এসব তখনই সফল হবে যখন দেশের প্রতিটি নাগরিক সুস্থ থাকবে। বক্তৃতা অথবা আলোচনার মাধ্যমে মাদকের অপব্যবহার বন্ধ করা যায় না। জনগণের অংশগ্রহণে সিদ্ধান্ত নেওয়া দরকার। এই অনুষ্ঠানটি প্রধানমন্ত্রী মোদীর জন্মদিন উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানগুলির মধ্যে একটি। লোকজন প্রচুর সংখ্যায় ম্যারাথনে অংশগ্রহণ করছে এবং আমি খুশি যে বিখ্যাত গায়ক মোহিত চৌহান এই দৌড়ের ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডর। হিসাবে আমাদের মধ্যে রয়েছে। আমি চাই হিমাচল প্রদেশ এবং দেশ মাদকের অপব্যবহার থেকে মুক্ত হোক।গায়ক মোহিত চৌহান বলেছেন, আমাদের প্রধানমন্ত্রীর জন্মদিনের পরিপ্রেক্ষিতে এই অনুষ্ঠানগুলি সারা দেশে আয়োজন করা হচ্ছে। আমি এই অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত হয়ে আনন্দিত। আমি আমার অঞ্চলের মানুষের প্রতি দায়বদ্ধ বোধ করছি এবং মেহেতু এই দৌড়টি মাদকের অপব্যবহার নির্মূলের সঙ্গে সম্পর্কিত, তাই এই প্রচারটি সমাজে ছড়িয়ে দেওয়া দরকার।

কলকাতায় নমো যুবা দৌড়ে অংশ নিলেন সুকান্ত, যুবসমাজের কাছে রাখলেন বিশেষ আর্জি



কলকাতা, ২১ সেপ্টেম্বর : কলকাতায় নমো যুবা দৌড়ে অংশ নিলেন কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী তথা বিজেপি নেতা ডঃ সুকান্ত মজুমদার। দেশের যুবসমাজের কাছে এদিন বিশেষ আর্জি রেখেছেন কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার।সুকান্ত বলেছেন, এই ম্যারাথনের মূল উদ্দেশ্য নেশামুক্ত ভারতা। আমাদের দেশে বিশ্বের অন্যতম যুব জনসংখ্যা রয়েছে এবং এই জনসংখ্যা যাতে আসক্তির কলহে না পড়ে, সেজন্য এই দৌড়ের আয়োজন করা হয়েছে। কলকাতার হাজার হাজার মানুষ এতে অংশ নিয়েছেন। আমি যুবকদের সমাজ থেকে আসক্তি নির্মূল করার আহ্বান জানাই। নেশা মুক্ত ভারতবর্ষ গড়ার সংকল্প নিয়ে উত্তর কলকাতায় ধীর সন্ন্যাসী স্বামী বিরেকানন্দনের পেঁচক বাসভবন থেকে শ্যামবাজার পাঁচ মাথার মোড় নেতাজি সুদেব চন্দ্র বসুর মূর্তি পর্যন্ত নমো যুবা দৌড়ে অংশগ্রহণ করেন সুকান্ত। তাতে অংশ নেন রাহুল সিংহাও।

দূরন্ত বার্তা রাশিফান

মেঘঃআজকের দিনে আপনি কোনও নতুন প্রকল্পে কাজ করতে পারেন, আপনার প্রতিভা প্রদর্শনের জন্য এটি সঠিক সময়। ব্যক্তিগত সম্পর্কের ক্ষেত্রেও উষ্ণতা এবং শুভেচ্ছা বজায় থাকবে। আপনার প্রিয়জনদের সঙ্গে কাটানো সময় আপনার সম্পর্ককে শক্তিশালী করবে। স্বাস্থ্যের দিক থেকে একটি সতর্ক থাকুন। যদি আপনি দীর্ঘদিন ধরে কোনও সমস্যায় ভুগে থাকেন, বৃষ্ণঃ আপনার স্বাস্থ্য ভালো রাখবে এমন জিনিসের উপর কাজ করার পক্ষে একটি কল্যাণকর দিন। কোনও পুরানো বন্ধু আজ আপনাকে আর্থিক সাহায্য চাইতে পারে।

মিথুনঃ আজকের দিনে মিথুন রাশির জাতক জাতিকাদের দিনটি আপনার জন্য নতুন সুবাদনা এবং উত্তেজনাপূর্ণ অভিজ্ঞতায় পূর্ণ হবে। **কর্কট রাশি** : আজকের দিনটি একটি বিশেষ দিন যেহেতু ভালো স্বাস্থ্যে আপনাকে লক্ষ্যণীয় কিছু করতে সক্ষম করবে। আজ, আপনি আপনার পরিবারের সদস্যদের একসাথে যাওয়ার জন্য নিতে পারেন এবং তাদের জন্য প্রচুর অর্থ ব্যয় করতে পারেন। যাকে আপনি বিশ্বাস করেন তিনি আপনাকে পুরো সতি্যটি বলবেন না-আপনার আদ্যেরেকে রাজী করবেন ক্ষমতা আগত সমস্যা সমাধানে আপনাকে সাহায্য করবে। প্রেমের সবসময়ই গভীর ভাবপূর্ণ, এবং আপনি আজ এই অভিজ্ঞতা লাভ করবেন।

সিংহ : সিংহ রাশির জাতক জাতিকাদের জন্য এই দিনটি বিশেষ ভাবে ইতিবাচক হবে। আপনার আত্মবিশ্বাস সর্বোচ্চ স্তরে থাকবে, যা আপনাকে আপনার লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে যেতে সাহায্য করবে। এটি আপনাকে কেবল ব্যক্তিগত স্তরেই নয়, পেশাদার জীবনেও সাফল্য এনে দিতে পারে।।

কন্যা :জটিল পরিস্থিতিতে ঘাবড়ে যাবেন না। খাবরের স্বাদের জন্য যেমন নুন দায়ী তেমনি একটি অসুস্থি না থাকলে সুখের গুরুত্ব বোঝা যায় না। সামাজিক অনুষ্ঠানে অংশ নিিন-এতে আপনার মন ভালো থাকবে। **তুলা**ঃ তুলা রাশির জাতক জাতিকাদের জন্য এই দিনটি ভারসাম্য এবং সমস্ঠ্রিতির দিন। আপনার সামাজিক এবং ব্যক্তিগত জীবনে কিছু নতুন সম্ভাবনার উন্মব হতে পারে। আপনি আপনার বন্ধুবান্ধব এবং পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে সময় কাটানো পছ হ়দ করবেন, এটি আপনাকে মানসিক শান্তি দেবে। **বৃশ্চিক**ঃআপনার পরিবার আপনার কাছ থেকে অনেক আশা করতে পারে যা আপনার কাছে জ্বালাতনের বিষয় হতে পারে। অর্থনৈতিক দিকটি শক্তিশালী হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। **ধনু**ঃধনু রাশির জাতক জাতিকাদের জীবনে উসাহ এবং ইতিবাচক শক্তির প্রবাহ বজায় থাকবে।

আপনার স্বপ্নকে বাস্তবে রূপ দেওয়ার জন্য এটিই সঠিক সময়। শুভদিন **মকর** : কর্মব্যস্ত দিন হওয়া সত্ত্বেও স্বাস্থ্য সুন্দর থাকবে। আর্থিক লেনদেন অবিচ্ছিন্নভাবে সারা দিন চলবে এবং দিন শেষ হওয়ার পরে আপনি যথেষ্ট পরিমাণে সঞ্চয় করতে সক্ষম হবেন। **বিরাহ**ের যোগহবে। **কুন্ত**ঃ আজকের দিনটি কুন্ত রাশির জাতক জাতিকদের জন্য নতুন ধারণা এবং দৃষ্টিভঙ্গি দিন। আপনি আপনার সৃজনশীলতা প্রকাশ করার চেষ্টা করবেন এবং এটি আপনার পেশাগত এবং ব্যক্তিগত জীবনে সাহায্য করবে। **মীন**ঃ আজ আপনি আশার জাদু মন্ত্রের কবলে। আজকে করা বিনিয়োগ আপনার সমৃদ্ধি এবং আর্থিক নিরাপত্তা বাড়িয়ে দেবে। এক খুশি-প্রাণোচ্ছল-স্নেহশীল মেজাজে-আপনার মিশ্রকে স্বভাব আপনার চারপাশে যারা আছেন

আবহাওয়া

দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমি বায়ুর বিনায়েলগ্নেও বৃষ্টি হচ্ছে পশ্চিমবঙ্গে। আপাতত কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় বিক্ষিপ্ত ভাবে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। বৃষ্টি হলেও তপ্তমাত্রার বিশেষ হেরফের হবে না। ঘর্মাক্ত গরম অনুভূত হতে পারে শহর ও শহরতলিতে। সোমবার কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২৬.১ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের সামান্য বেশি। আলিপুর আবহাওয়া দফতর সূত্রের খবর, আগামী শনিবার পর্যন্ত উত্তরবঙ্গের

জোয়ার-ভাটা

জোয়ার-ভাটার ০৭টা ৪৫মিনিট এবং রাত ০৭টা ৪৫মিনিট। **ভাটা**-দুপুর ১২টা ৪৫মিনিট এবং রাত ১১টা ৪৫মিনিট। সূর্যঃউদয় : সকাল ৬টা ৪৫মিনিটে হতে পারে এবং সন্ধ্যা ৫টা ৪৫মিনিটে হতে পারে।

শিক্ষক নিয়োগের মডেল উত্তরপত্র এস.এস.সি.’র ওয়েবসাইটে



দুঃস্বভাবা, নিজস্ব সংবাদদাতা

পূর্ব ঘোষণা অনুযায়ী, একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণির শিক্ষক নিয়োগ পর্বটিক্ষার মডেল উত্তরপত্র আপলোড করেছে স্কুল সার্ভিস কমিশন (এসএসসি)। শনিবার এসএসসির ওয়েবসাইটে এই উত্তরপত্র প্রকাশ করা হয়েছে। এর আগে, গত ১৬ সেপ্টেম্বর নবম ও দশম শ্রেণির শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষার মডেল উত্তরপত্র আপলোড করেছিল এসএসসি। গত রবিবার সাংবাদিকদের শিক্ষামন্ত্রী রাত্য বসু জানিয়েছিলেন, ১৬ সেপ্টেম্বর নবম, দশম এবং ২০ সেপ্টেম্বর একাদশ, দ্বাদশের শিক্ষক নিয়োগের মডেল প্রশ্নপত্র আপলোড করবে এসএসসি। সেইমতো আগে নবম ও দশমের এবং এদিন একাদশ ও দ্বাদশের শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষার প্রশ্নের উত্তরপত্র আপলোড করা

হয়। প্রসঙ্গত, নবম, দশম, একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণির মডেল উত্তরপত্র রবিবার থেকে চাকরিপ্রার্থীরা চ্যালেঞ্জ করতে পারবেন। আগামী পাঁচদিন ধরে এসএসসির ওয়েবসাইটে তারা এই সুযোগ পাবেন। তবে চ্যালেঞ্জ করার জন্য প্রার্থীদের কিছু শর্ত পূরণ করতে হবে বলে এসএসসি জানিয়েছে। এস এস সি আগেই জানিয়েছিল যে, প্রার্থীদের পাঠানো চ্যালেঞ্জগুলি বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক বা সংশ্লিষ্ট বিষয়ের বিশিষ্টজনেরা যাচাই করবেন। চ্যালেঞ্জের সঙ্গে অন্তত দুটি যথাযথ সাপোর্টিং ডকুমেন্ট অনলাইনে জমা দিতে হবে। প্রতি উত্তর চ্যালেঞ্জের জন্য ১০০ টাকা জমা দিতে হবে,তবে এই টাকা প্রার্থীদের দেওয়া উত্তর সঠিক হলে ফেরত দেওয়া হবে এমনটাই জানিয়েছে এসএসসি।

তপর্ণের উদ্দেশ্যে হাওড়াতেও বিভিন্ন ঘাটে মানুষের ভীড়



দুঃস্বভাবা, সুমন অদক, হাওড়া

তপর্ণের উদ্দেশ্যে হাওড়াতেও বিভিন্ন ঘাটে মানুষের ভীড়, কড়া নিরাপত্তা। পূজোর কাউন্টডাউন শুরু। রবিবার ছিল মহালয়া। পিতৃপক্ষের অবসানে দেবীপক্ষের শুরু। আকাশে বাতাসে আগমনির সুর। এবেল বাজারির রিভ্রনত নন্দীরাজিয়া। যুগ যুগ ধরে সকলে এটা মেনে আসছে। মহালয়ার দিন প্রয়াত পূর্বপুরুষের আত্মা পৃথিবীর বুকে ছাড়ে বিরাজ করে বলে সকলের বিশ্বাস। এই তপর্নে পূর্বপুরুষের আয়ার উদ্দেশ্যে জল নিবেদন করে তপের সম্ভ্রুত করেন। পূর্বপুরুষের নাম উচারণ করে তাঁদের কাছে সুখ-শান্তি সকলে প্রার্থনা করেন। সেই মতো এই দিনে গঙ্গার ঘাটে ঘাটে ভিড় তপর্ণের হুন্স। রবিবার ভোর থেকেই হাওড়ার বিভিন্ন গঙ্গার ঘাটে ভিড় দেখা যায় তপর্ণের জন্য। হাওড়া সিটি পুলিশের পক্ষ থেকে নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হয়েছে। ঘাটে ঘাটে লাগানো হয় সিসি ক্যামেরা। উদ্ধারকারী দল স্পিডবোট

মাতৃপক্ষের শুরুতে কংসাবতী নদীর গান্ধীঘাটে তপর্ণ নগরবাসীর

দুঃস্বভাবা, নিজস্ব সংবাদদাতা

মেদিনীপুর (নিউস এশিয়া)ঃ পিতৃপক্ষের সমাপ্তি এবং মাতৃপক্ষের সূচনা মহালয়ার মাধ্যমেই চিহ্নিত করা হত। মাতৃপক্ষের শুরুতে শহরের কাছে কংসাবতী নদীর গান্ধীঘাটে তপর্ণ করার জন্য ভিড় জমান নগরবাসী।

সকাল থেকেই গান্ধীঘাটে ভিড় জমান নগরবাসী। মেদিনীপুর শহরের কাছে কংসাবতী নদীর গান্ধীঘাটে সকাল

থেকেই তপর্ণ শুরু হয়েছে। এই দিনে দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে সাধারণ মানুষ পূর্বপুরুষের উদ্দেশ্যে জল উৎসর্গ করতে সমবেত হন।

ভিন্ন ভিন্নস্বেত্র প্রাশাসনের পক্ষ থেকে কঠোর নজরদারি বজায় রাখা হয়েছিল। নিরাপত্তার জন্য পুলিশ বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছিল। পুরসভার পক্ষ থেকে বিশেষ ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।

মহালয়ায় মহানন্দার ঘাটে আচার-অনুষ্ঠানে উপচে পড়া ভিড়

দুঃস্বভাবা, নিজস্ব সংবাদদাতা, নববারাকপুরঃ পিতৃপক্ষের অবসান ঘটিয়ে দেবী পক্ষের সূচনা। শুভ মহালয়ায় কড়া পুলিশ নিরাপত্তায় পিতৃ তপর্ণ অনুষ্ঠিত হলো নিউ বারাকপুর শহরের বিভিন্ন ঘাটে। নববারাকপুর পুরসভার পক্ষ থেকে ব্যারিকেড ত্রিপল দিয়ে আচ্ছাদন করা হয়েছে বিভিন্ন পুকুর ও বিলের ঘাটে। এর পাশাপাশি নববারাকপুর থানার পর্যাপ্ত পুলিশ কর্মীরা মোতায়েন ছিল বিভিন্ন পুকুর ঘাটে। রবিবার ভোর থেকে তপর্ণ পৃথ্যাধীদের যাতে কোনো অসুবিধা না হয় তার জন্য ঘাট গুলিতে পুলিশের কড়া নিরাপত্তার ব্যবস্থা ছিল। নজরদারি চালানো হয়

ফেটার আগেই ঘাট জুড়ে জমে ওঠে আচার-অনুষ্ঠান। এ বছর নদীর জলস্তর স্বাভাবিকের তুলনায় বেশি থাকায় ভিড় সমালোচিত মোতায়েন ছিল বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী। পিতৃতপর্ণের পাশাপাশি দেব তপর্ণ ও ঋষি তপর্ণেও অংশ নেন বহু ভক্ত। শ্রদ্ধা, ভক্তি মনোভাব ঘাটে ভক্ত-পূজার্থীদের চল নামে। ভোরের প্রথম আলো

সীমান্ত দালাল সহ গ্রেপ্তার ৩ বাংলাদেশী

দুঃস্বভাবা, সৌরভ দাশ, বসিরহাট

অবৈধ ভাবে ভারতে প্রবেশের চেষ্টা রুখে দিলো বিএসএফ

জওয়ানারা সীমান্ত রক্ষী বাহিনীর

জওয়ানদের হাতে গ্রেপ্তার দালাল

সহ তিন বাংলাদেশী। স্বরূপনগরের

তারালি সীমান্ত এলাকা থেকে দালাল

সহ এই তিন বাংলাদেশী নাগরিককে

গ্রেপ্তার করে কর্তব্যরত সীমান্ত রক্ষী

বাহিনীর জওয়ানরা। জানা যায়,

রাতে তারালি সীমান্ত দিয়ে পার হয়ে

ভারতে ঢোকার চেষ্টা করলে বিএসএফ

জওয়ানদের হাতে ধরা পড়েন তারা।

বিএসএফের তরফ থেকে ধৃতদের

স্বরূপনগর থানার পুলিশের হাতে

তুলে দেওয়া হয়। ধৃতদের বসিরহাট

মহকুমা আদালতে পেশ করা হয়।

জিমে ঢুকে মালিককে গুলি

দুঃস্বভাবা, নিজস্ব সংবাদদাতাঃ মহালয়ার সকালে খাস কলকাতার চারুমার্কেট এলাকার একটি জিমে গুলির ঘটনা। জানা গেছে, রোনকেট পরিহিত দুই আততায়ী আচমকা জিমে ঢুকে মালিককে লক্ষ্য করে দুই রাউন্ড গুলি চালায়। সৌভাগ্যবশত মালিক প্রাণে বেঁচে গিয়েছেন। উৎসবের মরওমে জনবল্ক এলাকায় এই ঘটনার তীব্র চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়েছে। ঘটনাস্থলে ব্যাপক পুলিশ বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে। জানা গিয়েছে, চারু মার্কেট থানা এলাকার এই জিমাটি বেশ পরিচিত। প্রতিদিন বহু তরুণ-তরুণী সেখানে যান। অন্যান্যদিনের মতোই রবিবার অর্থাৎ মহালয়ার সকালেও বেশ কয়েকজন জিমে ছিলেন। আচমকা রোনকেট পরে মুখ ঢেকে দুই যুবক সিঁড়ি দিয়ে উঠে যান জিমে। কেউ কিছু বুঝে ওঠার আগেই তারা জিম মালিককে লক্ষ্য করে পরপর ২ রাউন্ড গুলি চালায় বলে অভিযোগ। স্বাভাবিকভাবেই ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে এলাকায়। জিমের সামনেই বাজার। স্বাভাবিকভাবেই চমকে ওঠেন সেখানে থাকা সকলেই। তবে সকলে বিষয়টা বুঝে ওঠার আগেই এলাকা ছাড়ে আততায়ীরা। এদিকে দ্রুত খবর দেওয়া হয় চারুমার্কেট থানায়। পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে পুরুষ ঘটনা খতিয়ে দেখে এবং তদন্ত শুরু করে। তবে গুলির পেছনে কী কারণ রয়েছে, তা নিয়ে তদন্ত চলছে। ঘটনার পর জিমের মালিক স্বাভাবিকভাবেই আতঙ্কিত।

লিলুয়ায় ছুরিকাহত এক যুবক

দুঃস্বভাবা, নিজস্ব সংবাদদাতা, লিলুয়া (নিউস এশিয়া)ঃ লিলুয়া থানার অন্তর্গত সি রোড লোহা গ্রেটে ছুরিকাহত এক যুবক। স্থানীয় মানুষের বক্তব্যে যুবকটি তার বাড়ির সামনে গলিবে দাঁড়িয়েছিল হঠাৎ করে একটি বাইকে করে দুজন যুবক আসে সেই যুবক কিছু বুঝে ওঠার আগেই ছুরি নিয়ে ওই যুবকের উপর চালাতে থাকে তখন যুবকটি রক্তাক্ত হয়ে ছুরির আঘাতে তাকে নিয়ে আসা হয় লিলুয়া থানায়। লিলুয়া থানার তরফ থেকে চিকিৎসা ক্যামারো জন্য হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় পরবর্তীকালে ওই যুবককে। পরবর্তীকাল ওই আঘত ছুরকের বাড়ির লোক এবং স্থানীয় লোকেরা থানায় আসে যে দৃকুতীরা তাকে মেরেছে তাদের বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ করা হয়। পুলিশ আধিকারিকেরা তৎপরতার সঙ্গে ঘটনাস্থলে গিয়ে খৌঁজখোঁজ লাগিয়ে একজনকে আটক করে যার নাম জেমস্ট মিশ্র (গোবু)। ছুরি কাণ্ডে জড়িত আরেক দৃকুতী পলাতক পুলিশ তাকে খুঁজছে। ছুরির আঘাতে আহত যুবকে প্রাথমিক চিকিৎসার পর ছেড়ে দেওয়া হয় হাসপাতালে থেকে। পুলিশ জিজ্ঞাসাবাদ এর জন্য তাকে থানায় নিয়ে এসেছে।

পূর্ণাধীর হাতে প্রসাদ বিতরণ পৌরপিতার

দুঃস্বভাবা, নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা (নিউস এশিয়া)ঃপিতৃপক্ষের অবসান ঘটিয়ে মাতৃ পক্ষের শুভ সূচনা। আবারো একটি সুন্দর শারদীয়া উৎসবের সাক্ষী হতে চলেছে সমগ্র ভারতবর্ষ। দক্ষিণ ২৪ পরগনা অন্তর্গত মহেশতলা পৌরসভার ৩৪ নং ওয়ার্ডে অনুষ্ঠিত হলো তপর্ণাধীরের ভোগ বিতরণ অনুষ্ঠান। টিম অভিনবকো বানার্জি মহেশতলার উদ্যোগে এবং মহেশতলা পৌরসভার ৩৪ নং ওয়ার্ডের পৌরপিতা গোপাল সাহার একগুচ্ছ সহযোগিতায় অনুষ্ঠিত হয় এই অনুষ্ঠান। এই অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে লুঙ্গি ফেরিবারে উপস্থিত প্রায় ৩০ হাজার পূর্ণাধীরদের হাতে ভোগ তুলে দেন টিম অভিনবকো ব্যানার্জি মহেশতলার সদস্যরা। মহালয়ার দিন তপর্ণ মানেই একটি শ্রদ্ধার মধ্যে দিয়ে শুরু হয় শারদীয়া উৎসবের পথ চলা। আর এই পথ চলার শুভারম্ভ টিম অভিনবকো ব্যানার্জি মহেশতলা মেভাভে করলো তার ফলে সমগ্র মহেশতলার মানুষের মনে একটি নজির স্থাপন করে গেল। পৌরপিতা গোপাল সাহার এই উদ্যোগকে সাধ্বাদ জাণিগেছে আপামোর মহেশতলা বাসী। পৌরপিতা গোপাল সাহা সাংবাদিকদের মুমুক্ষুমাখি হয়ে বলেন, সাংসদের নির্দেশে ডায়ামন্ড হারবার লোকসভা জুড়ে প্রতিটি এলাকায় এই ধরনের অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হচ্ছে নেরকইই নৃঙ্গি ফেরিবারেও আমরা এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছি। সবাই যেন এই উৎসবে জাতি ধর্ম বর্ণ ভুলে একত্রে আনন্দিত হতে পারে এবং মায়ের আগমনের সাথে সাথে প্রতিটি মানুষের মধ্যে যে শক্তির আবির্ভাব হয় সেটি যেন শুভ শক্তিতে পরিণত না করত শক্তি যেন কোন ক্ষতি না করবে তার সেই দিকেই লক্ষ্য রাখতে হবে।

কসবা ল’কলেজ ধর্ষণ মামলায় নতুন মোড়, ডিএনএ রিপোর্টে মিলল প্রমাণ!



দুঃস্বভাবা, নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতাঃ কসবা ল’কলেজে সংঘটিত ধর্ষণ কাণ্ডে মনোজিত মিশ্রের বিরুদ্ধে দৃষ্কল্প রিপোর্টে স্পষ্ট প্রমাণ মিলেছে।এই ঘটনায় পুলিশের চার্জশিটে অনেক গুরুতর তথ্য উঠে এসেছে যা ঘটনার গভীরতা তুলে ধরেছে। ভিযোগে রয়েছে, নির্ঘাতিতা অসুস্থ অবস্থাতেও যথাযথ চিকিৎসার সুযোগ দেওয়া হয়নি। মাথায় আঘাত থাকা সত্ত্বেও তাকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়নি। তদন্তে জানা গেছে, প্রমাণ লোপাটের জন্য নির্ঘাতিতার ইনহেলোরের বাল্লও সরিয়ে দেওয়া হয়েছিল। এর সঙ্গে সঙ্গে জানা গিয়েছে, নির্ঘাতিতাকে হকি স্টিক দিয়ে মারার চেষ্টা হয়েছিল এবং ঘটনার একাধিক ভিডিও তৈরি করা হয়েছিল, যেগুলো পরে মুছে ফেলা হয়। চার্জশিটে পুলিশ উল্লেখ করেছে,

মনোজিতের রাজনৈতিক প্রভাব অনেক বেশি, যা ঘটনার সঠিক তদন্তে বাধা সৃষ্টি করেছে। কসবা কলেজের এক তরুণী শিক্ষার্থী সম্প্রতিক অতীতে ভাবাবহ ধর্ষণের শিকার হন। অভিযোগ, মনোজিত মিশ্র নামের একজন ব্যক্তি কলেজ ক্যাম্পাসের মধ্যে ওই শিক্ষার্থীর উপর বর্বরতা চালান। শিক্ষার্থী ও তার পরিবারের পক্ষ থেকে অভিযোগ দায়েরের পর পুলিশের তদন্ত শুরু হয়। ঘটনার তদন্তে বিশেষ নজর দেওয়া হয় এবং দৃষ্কল্প পরীক্ষার জন্য নমুনা সংগ্রহ করা হয়। দৃষ্কল্প রিপোর্টে স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়, যা মনোজিত মিশ্রের বিরুদ্ধে দৃষ্টান্তমূলক প্রমাণ হিসেবে কাজ করে। এই রিপোর্টে ধর্ষণের অভিযোগকে আরও দৃঢ় করে তোলে এবং আদালতে এই প্রমাণ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা

কলকাতা পুর এলাকায় তৃণমূলের সংগঠনে নতুন নিয়ম, কাউন্সিলরদের সীমাবদ্ধতা!

দুঃস্বভাবা, নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতাঃ ছাব্বিশের বিধানসভা ভোটারে আগে দলীয় সংগঠনের আরও বিকেন্দ্রীকরণ ঘটিতে শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেসের তরফ থেকে কঠোর নীতি চালু করা হচ্ছে। যারা পুরসভার কাউন্সিলর, তারা নিজেদের ওয়ার্ডের দলীয় সংগঠনের সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব নিতে পারবেন না। মূলত সংগঠনকে আরও সংগঠিত ও শক্তিশালী করতে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। কলকাতা সহ অন্যান্য পুরসভা এলাকায় সাংগঠনিক পদাধিকারী নির্বাচনে এই নীতি প্রযোজ্য হবে বলে জানা গেছে। দলীয় সুরে খবর, আগামী সপ্তাহে উত্তর ও দক্ষিণ কলকাতা জেলার বৈঠক ডেকেছেন দলের রাজ্য সভাপতি সুব্রত বস্তু। তাঁর দপ্তরে বৈঠক হবে। জেলার বিধায়কদেরও

ডাকা হয়েছে। ওয়ার্ড সভাপতি নির্বাচনে তাঁদের মতামত নেওয়া হবে। দলের নিজস্ব সমীক্ষা রিপোর্টও তৈরি আছে। জানা গিয়েছে, মূলত কলকাতা পুরসভা এলাকায় কঠোরভাবে এই নীতি প্রয়োগ করতে চাইছে শাসকশিবির। তবে এখানে একটি বিষয় নিয়ে জল্পনা আছে। কাউন্সিলর সভাপতি না হলেও যদি তাঁর স্বামী বা স্ত্রী বা পরিবারের কেউ সভাপতি হন, তাহলে এই নীতির প্রয়োগ গুরুত্ব হারাবে। তার বিরুদ্ধে অবশ্য ভবে রয়েছে দল। ঠিক করা হচ্ছে, আলাদা করে স্থানীয় স্তরে সিনিয়র কোনও নেতাকে ওয়ার্ড সভাপতি বা সভাপতী করতে। এই মর্মে দলের রাজ্য সভাপতি সুব্রত বস্তু জেলার নেতাদের কাছে সেই বার্তা পাঠিয়েছেন। ছাব্বিশের

ব্লক কমিটি ঘোষণা হওয়ার কয়েক মিনিটে পদত্যাগ উদয়ননগর বিধায়কের

দুঃস্বভাবা, নিজস্ব সংবাদদাতাঃ তৃণমূল কংগ্রেসের ব্লক কমিটি ঘোষণা হওয়ার তিক কয়েক মিনিটের মধ্যেই উদয়ননগরের বিধায়ক সমীর পাঁজা দল থেকে পদত্যাগ করেছেন। এই আকস্মিক সিদ্ধান্ত রাজনৈতিক মহলে চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছে। পদত্যাগপত্র তিনি ইতিমধ্যে দলের সর্বভারতীয় সভাপতি সুব্রত বস্তুার-র কাছে পাঠিয়ে দিয়েছেন। ভোটেই আগে এহেন ঘটনা রাজনৈতিক মহলে নতুন আলোচনার বসন্ত দিয়েছে। বিধায়ক সমীর পাঁজা বলেন, ‘আমি অমাতা-উল্লেবেঁড়িয়া, উত্তর এবং সাকঁরাহিল কেন্দ্রের বর্তমান সভাপতিদের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দিয়ে নতুনদের দায়িত্ব

দেওয়ার কথা বলেছিলাম। সেই সময় দলীয় নেতৃত্ব এই নিয়ে আমাদের নিয়ে বৈঠক করার কথাও বলেছিলেন। যদিও এরপর এই নিয়ে আর কোনও বৈঠক হয়নি। এমনকী আমি একাধিকবার সুব্রত বস্তুার সঙ্গে যোগাযোগ করার চেষ্টা করলেও ঠেকে ফোনে পাইনি। আর আমাদের নিয়ে বৈঠকের আগেই আজ দলের তরফে জেলা কমিটি ঘোষণা করা হয়েছে।’ তিনি আরও জানান, স্ত্রয়খানে আমি যে তিনটি কেন্দ্রের সভাপতিদের পরিবর্তনের কথা বলেছিলাম, সেই কেন্দ্রগুলিতে সভাপতি পদে কোনও পরিবর্তন করা হয়নি। আর এই ঘটনার প্রতিবাদে আমি জেলা

কমিটির চেয়ারম্যান পদ থেকে পদত্যাগ করলাম।দ ভোটার আগে সংগঠনকে সুসংগঠিত ও ঝাঁঝালো করা তৃণমূলের জন্য অত্যাবশ্যক, তাই নতুন কমিটি গঠন হচ্ছে। এ ধরনের পরিবর্তন পুরনো নেতাদের মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি করলেও দল এটি নিয়ে অভ্যস্তের আলোচনা এগোবে বলে ধারণা রাজনৈতিক মহলে। সমীর পাঁজার পদত্যাগের খবর মিলেছে তৃণমূলের রাজ্য ও জেলা নেতৃত্বের কাছে। যদিও কমিটি অনুষ্ঠানিকভাবে এখনও বিঘাটি নিয়ে যা শোনেনি, তবে অভ্যন্তরীণ আলোচনায় বিষয়টি সরকার ও দলীয় নেতৃত্বের নজরের বাইরে নেই।

সিনেমায় দেবের ২০ বছরের শুভেচ্ছা জানানো মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়

দুঃস্বভাবা, নিজস্ব সংবাদদাতাঃ সুপারস্টার দেব সম্প্রতি বাংলা চলচ্চিত্র জগতে তার ২০ বছর পূর্তির এক যুগান্তকারী উদযাপন করেছেন। পুজায় মুক্তিপ্রাপ্ত তার ছবি জয়ু ডাকাভত-এর প্রচারণামূলক অনুষ্ঠানে এই মহিল চলচ্চিত্র সম্মানিত করা হয়। তার অনুষ্ঠানে শিল্পের সহকর্মী, ভক্ত এবং বিশেষ অতিথিরা একজন অভিনয়শিল্পী থেকে বাংলা চলচ্চিত্রের অন্যতম বিখ্যিত তারকা হওয়ার যাত্রা স্বাগণে জড়ো হয়েছিলেন। পশ্চিমবঙ্গের মুখামন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটি বিশেষ বার্তায় এই অনুষ্ঠানটি তুলে ধরা হয়েছিল, যিনি ব্যক্তিগতভাবে দেবকে শুভেচ্ছা জানিয়েছিলেন, আঞ্চলিক চলচ্চিত্র জগতে তার অবদান এবং দর্শকদের মধ্যে তার স্বামী আবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ। তার বার্তায়, মুখ্যমন্ত্রী বলেন বহু বছরের হৃদযুধী অভিনয়ের প্রশংসা করে বলেন, তদব, তুমি ২০ বছর ধরে চলচ্চিত্র জগতে প্রবেশ করছো। এটা আমাদের জন্য খুবই ভালো খবর। তুমি চলচ্চিত্র জগতের নেতৃত্ব দিয়েছো। অার তুমি বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন চরিত্রে একজন নায়কের ভূমিকায় অভিনয় করেছো। তাই, আমি খুবই যশে যশে থেকে চলচ্চিত্র জগতে তোমার ২০তম বার্ষিকীতে সম্মান দেওয়া হবে। তুমি খুব ভালো অভিনেতা এবং একজন ভালো মানুষ। তাই, আমরা তোমাকে শুভকামনা জানাবো। আমার পুজা অনুষ্ঠান শুরু হওয়ায় তোমার সাথে থাকা সম্ভব নয়, তবে আমি মানসিকভাবে তোমার সাথে আছি। তুমি খুব ভালো

থাকো। তুমি অনেক বড় হও,দ বাংলা সিনেমায় দেবের অবদানের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে তিনি বলেন। খ্যামস্ত্রী শুভেচ্ছার প্রতি সাড়া দিয়ে দেব কৃতজ্ঞতা এবং প্রশংসা উভয়ই প্রকাশ করেন। ‘দিদি আমাদের কাছে একেমন অববেগ। তার জন্যই আমি রাজনীতিতে এসেছি। কিছুদিন আগে বাংলা সিনেমায় সর্মর্মন করার জন্য তিনি যে পদক্ষেপ নিয়েছিলেন তার জন্য আমি সত্যিই কৃতজ্ঞ। দিদিকে অনেক ধন্যবাদ,’ স্থানীয় চলচ্চিত্র শিল্পের প্রচার ও লাবন-পালনের জন্য মুখ্যমন্ত্রীর প্রচেষ্টার প্রশংসা করে দেব বলেন। তাঁর মন্তব্য সুপারস্টার এবং রাজ্য নেতৃত্বের মধ্যে পারস্পরিক শ্রদ্ধার প্রতিফলন ঘটায়, পশ্চিমবঙ্গে সিনেমা এবং সাংস্কৃতিক সহযোগিতার সংযোগস্থল তুলে ধরে। এই অনুষ্ঠানটি ছিল রমু ডাকাভ ছবির ট্রোলারের অনুষ্ঠানিক প্রকাশের মঞ্চ, যা তার উচ্চ-শক্তির দৃশ্য এবং নাটকীয় গল্প বারার মাধ্যমে দর্শকদের তাক্ষরণিকভাবে মোহিত করেছিল। ছবির প্রধান চরিত্রে দেব সহ অন্যান্য অভিনেতা অভিনেত্রীরা ছবিরির প্রচারার জন্য উপস্থিত ছিলেন, যা উদযাপনের পরিবেশকে আরও বাড়িয়ে তুলেছিল। ট্রোলারে, দেবের বীরত্বপূর্ণ এবং সাহসী চরিত্র রচয়িতা অর্চনয় ছবিরির প্রতি প্রত্যাশা বাড়িয়ে দিয়েছে, উৎসবের মরওমে একটি আকর্ষণীয় সিনেমাতিক অভিজ্ঞতার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। অ্যাকশন এবং নাটকের বালক দেখে ভক্তরা উৎসাহের

সাথে সাড়া দিয়েছেন, যা বাংলা চলচ্চিত্র জগতে বঙ্গ-অঙ্গিসে দেবের অবস্থানকে পুনরায় নিশ্চিত করেছে। ট্রোলার মুক্তির পাশাপাশি, প্রযোজকরা ছবিরির মুক্তির সময়সূচীতে একটি উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘোষণা করেছেন। মূলত ২৬শে সেপ্টেম্বর প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পাওয়ার কথা ছিল, রমু ডাকাভ এখন একদিন আগে, ২৫শে সেপ্টেম্বর প্রিমিয়ার করবে। ছবিরির অগ্রিম টিকিট বিক্ি ২২শে সেপ্টেম্বর থেকে শুরু হবে, যার ফলে অগ্রহী দর্শকরা আগে থেকেই তাদের আসন নিশ্চিত করতে পারবেন। প্রচারণামু লক অনুষ্ঠানের সময় দেব ভক্ত দেবের জন্য ব্যক্তিগতভাবে আমন্ত্রণ জানানোর সুযোগটি গ্রহণ করেন, বাংলা সিনেমায় সর্বাধিক প্রযোজিত প্রেক্ষাগ্রি ভাগ করে নেওয়ার বিমলে তার উত্তেজনা প্রকাশ করেন। দেবের ক্যারিয়ারের এই মাইলফলক অভিনেতা হিসেবে তার ব্যক্তিগত বিকাশ এবং বাংলা সিনেমার ক্রমবর্ধমান শক্তিকে প্রাশংসার সাথে মিলে মিলে একটি শক্তিশালী এবং তাক্ষর শক্তি হিসেবেই তার ব্যক্তিগত বিকাশ এবং জেলা সিনেমার সর্বাধিক প্রযোজিত প্রেক্ষাগ্রহে মুক্তি পাবে। রমু ডাকাভ প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পেতে প্রস্তুত, দেবের ২০তম বার্ষিকী কেন্দ্র অভিনেতার সাক্ষরতার আরক হিসেবেই নয়, বরং চলচ্চিত্র জগতে তার চলমান যাত্রার একটি রোমাঞ্চকর অধ্যায়ের সূচনা হিসেবেও পালিত হচ্ছে।

পুজোয় মালদায় এবার দাপিয়ে বেড়াবে ‘বুলেট বাহিনী’



দুঃস্বভাবা, অভিষেক দাস, মালদাঃ এবার পুজোয় মালদায় দাপিয়ে বেড়াবে ‘বুলেট বাহিনী’। যেকোনও ধরনের দৃকুতমূলক কাজকর্ম বা অপরাধ দমনে পুলিশের হাতিয়ার হবে এই বুলেট বাহিনী। পুজোয় ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণ থেকে শুরু করে ক্রাইম মনিটরিং যেকোনও প্রয়োজনে বুলেটে সওয়ার পুলিশ আধিকারিকরা দ্রুত পৌঁছে যাবেন ঘটনাস্থলে। এতে পুলিশের উপস্থিতি ও সক্রিয়তা আরও বাড়বে। ১০টি নতুন বুলেটসহ পুলিশের বাছাই করা অফিসারদের নিয়ে করা হয়েছে এই বুলেট বাহিনী। পুজোর ভিড়ে পুলিশের পক্ষে বড় গাড়ি নিয়ে যেকোনও জায়গায় দ্রুত পৌঁছানোর ক্ষেত্রে সমস্যা হয়। এই বুলেট বাহিনী

ক্ষেত্রেও অনেক বেশি কার্যকর হবে। পুলিশের এই নতুন ব্যবস্থার সূচনা করেন মালদার পুলিশ সুপার প্রদীপ কুমার যাদব। মালদার পুলিশ সুপার প্রদীপ কুমার যাদব জানিয়েছেন, হেডকোয়ার্টার থেকে ১০টি নতুন বুলেট মোটরবাইক পেয়েছে মালদা পুলিশ। এগুলিকে কাজে লাগানোর জন্যই নতুন পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। ট্রাফিক পুলিশের আধিকারিক, টাউন সাব ইন্সপেক্টর, ক্রাইম মনিটরিং গ্রুপের পুলিশ কর্মী ও অফিসাররা এই বুলেট গুলিতে চেপে আইনশৃঙ্খলা ও ন্যায় নিয়ন্ত্রণ দেখাভাল করবেন। পুজোর সময় এতে বিশেষ সুবিধে হবে। পুলিশের এই উদ্যোগকে সাধ্বাদ জানাচ্ছেন গোটা মালদা জেলাবাসী।

’পুলিশের গাড়ি’ করে ডাকাতি, মুর্শিদাবাদে গ্রেপ্তার ১০ জন



দুঃস্বভাবা, মিঠুন হালদারঃ পুলিশের ‘স্টিকার’ লাগানো গাড়ি করে অপহরণ ও ডাকাতি করার অভিযোগে মুর্শিদাবাদের বড়এা থানার পুলিশ এবং মুর্শিদাবাদ পুলিশ জেলার ‘স্পেশাল অপারেশন গ্রুপ’ বীরভূম এবং মুর্শিদাবাদ জেলার বিভিন্ন প্রান্তে অভিযান চালিয়ে ১০ জন ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করলে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ধৃত ব্যক্তিদের বাড়ি মুর্শিদাবাদের খড়গ্রাম, বড়এা, ফরাক্কী সামশেরগাঞি এবং বীরভূ মের মন্ডারপুর এবং ময়ূরেশ্বর থানার বিভিন্ন গ্রামে। এই ডাকাতির ঘটনায় মৃত্ত ধাকা ব্যক্তিদের বয়স ২২ -৪৭ বছরের মধ্যে বলে পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে। ধৃতদের হেফাজত থেকে দু’টি দেশি আয়েন্নাস্ত এবং তিনটি গাড়ি উদ্ধার হয়েছে। এসডিপিও (কাদি) শামেচক অশ্বরদার রবিবার বলেন,’ গত ২০ আগস্ট রাত সাড়ে এগারোটা নাগাদ বীরভূমের রামপুরহাট থেকে একটি পণ্যবাহী ১৮ চাকার গাড়ি মুর্শিদাবাদ জেলার বড়এা থানার দিকে আসছিল।’ গাড়িটি খনন হাজীপুর আদ্বি বর্ধাসপ রাস্তা ধরে কল্যাণপুরের কাছাকাছি এসে পৌঁছায় সেই সময় পুলিশের স্টিকার লাগানো একটি ব্যক্তিগত গাড়িটি থেকে ছ’জন ব্যক্তি দু’টি আয়েন্নাস্ত হাতে নেনে এসে পণ্যবাহী গাড়িটিকে থাকা চালক এবং তার দু’জন সহকারীকে টেনে নামায়। সুরের খবর এরপর পণ্যবাহী গাড়ির তিনজনকে ব্যাপক মারধর করে তাদের হাতমুখ গামছা দিয়ে বেঁধে দেওয়া হয়। এর কিছুক্ষণ পর পুলিশ লেখা গাড়ি থেকে যে ছ’জন নেনেছিল তাদের মধ্যে দু’জন পণ্যবাহী গাড়িটিকে চেপে বসে এবং সেটিকে প্রথমে কুলি মোড়ের দিকে, তারপর সেখান থেকে সূতি থানার দিকে নিয়ে চলে যায়। অন্য চারজন পণ্যবাহী গাড়ি চালক এবং তার দু’জন সহকারীকে পুলিশ লেখা গাড়িতে চাপিয়ে বড়এা থানার বিছুর ক্যানালের দিকে নিয়ে চলে যায়। সেখানে এই তিনজনকে গ্রেপ্তার করে। ধৃতদের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী পুলিশ উত্তর দিনাজপুরের জালবালা থেকে ছিনতাই হওয়া পণ্যবাহী গাড়িটিকেও উদ্ধার করে। এসডিপিও বলেন,’এই ডাকাতি করার জন্য অভিযুক্ত ব্যক্তিরা একজনের কাছ থেকে বোলেরো গাড়িটি ভাড়াতে নিয়েছিল। এরপর সেই গাড়ির সামনের এবং পেছনের কীচে পুলিশ স্টিকার লাগিয়ে দেয়।’ পুরের খবর ঘটনার দিন পণ্যবাহী গাড়িটির সামনে ‘পুলিশের স্টিকার লাগানো’ এবং ন্যায়ন্যোর জন্য চালক গাড়িটি থামিয়েছিলো। এসডিপিও আরও জানিয়েছেন,’গোটা চারটি গাড়িও আরও দু’টি গাড়ি ব্যবহার করা হয়েছিল।’ ইতিমধ্যেই পুলিশ মোট তিনটি গাড়ি আটক করেছে।

এর পাশাপাশি দু’টি আয়েন্নাস্ত ধৃত ব্যক্তিদের হেফাজত থেকে উদ্ধার করা হয়েছে।

দেশজুড়ে ‘নমো যুব রান’;মহালয়ার সকালে কলকাতায় প্রধানমন্ত্রীর নামে ম্যারাথন!

দুঃস্বভাবা, নিজস্ব সংবাদদাতাঃ মহালয়ার পূণ্য লগ্নে আজ দেশের একশোটি জায়গায় একযোগে শুরু হলো ‘নামো যুব রান’ নামের বিশেষ সন্ত যুক্ত ছিলেন। জেলা সভাপতি নেশামুদ্র ও স্বাস্থ্যবান পক্ষ গড়ে তোলো। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির জন্মদিন উপলক্ষে ১৭ সেপ্টেম্বর থেকে ২ অক্টোবর পর্যন্ত পালিত যাবে পঙ্কজ অংশ হিসেবে আয়োজিত এই ম্যারাথনে কলকাতা, শিলিগুড়ি সহ দেশের বিভিন্ন শহর ও জেলা থেকে বিপুল সংখ্যক তরুণ-তরুণী অংশগ্রহণ করেছেন। কলকাতার সিমলা স্ট্রিতে স্বামী বিবেকানন্দের বাড়ির সামনে থেকে শ্যামবাজারের নোভোজি মুর্তির পাদদেশ পর্যন্ত মাল ম্যারাথনে অংশগ্রহণকারীরা প্রধানমন্ত্রীর নামে এই ম্যারাথনে

যোগ দিয়েছেন বিজেপির একাধিক বিধায়ক ও নেতারা। বিজেপির স্থানীয় নেতৃত্ব থেকে শুরু করে বহু বিধায়ক ও যুব নেতারা এই কর্মসূচির সন্ত যুক্ত ছিলেন। জেলা সভাপতি নেশামুদ্র সমাজের রূপকার হোক। প্রধানমন্ত্রীর জন্মদিন উপলক্ষে এই ‘নামো যুব রান’ তারই অংশ। দেশব্যাপী একশোটি জায়গায় একযোগে অনুষ্ঠিত এই ম্যারাথন যুব সমাজকে স্বাস্থ্য সচেতনতার পাশাপাশি দেশের জন্য নতুন উদ্যমে কাজ করার বাড়া দিয়েছে। মহালয়ার পর্বের দিনে এই উদ্যোগকে রাজনৈতিক মিলন এবং সামগ্রিক মানুষ দুই পক্ষেই ইতিবাচকভাবে গ্রহণ করেছে।

বিজ্ঞান ও পরিবেশ

পুজোর ভিড়ে ঘেঁটে যায় চোখের কাজল? এই উপায়ে হবে দীর্ঘস্থায়ী, রইল টিপস

পুজোর সাজ হবে নজর কাড়া। আর সব সাজের সঙ্গে মানানসই আই মেকআপ না হলে চলে? খুব বেশি না হলেও পুজোর সাজ সম্পূর্ণ



করতে চোখে গাঢ় হোক বা বেসলাহিন কাজল মাস্ট। কিন্তু পুজোয় এক প্যাভেল থেকে আর এক প্যাভেলে ঘুরে ঠাকুর দেখতে গিয়ে গরমে যেমন চোখের কাজল যেঁটে যাচ্ছে? কীভাবে তা দীর্ঘস্থায়ী রাখবেন জেনে নিন। রইল টিপস। মুখে মেকআপ করার আগে ঠিক যেভাবে মুখ পরিষ্কার করে নিয়ে মেকআপ শুরু করেন সেভাবেই চোখের মেকআপ করার ক্ষেত্রেও সচেতন হন। মেকআপ করার আগে

মুখের মতোই চোখ ভালোভাবে পরিষ্কার করে নিন। পাশাপাশি একটি কটন প্যাডে মাইসেলার ওয়াটার বা যে কোনও মেকআপ রিমুভার দিয়ে

চোখের পাতা-সহ চোখের বাইরের অংশ পরিষ্কার করে নেনেন অবশ্যই। প্রথমে এই পদ্ধতি মেনে চললে চোখের বেস মেকআপ করতে সুবিধা হবে। এরপর আপনার ত্বকের সঙ্গে যায় এমন ফাউন্ডেশন ও কনসিলার দিয়ে চোখে কাজল লাগানোর আগে এই অংশে ভালো করে প্যাট করে নিয়ে বেস তৈরি করে নিন। এরপর আপনার পছন্দের কাজল অ্যাপ্লাই করুন চোখে। মনে রাখবেন আপনি কী ধরনের কাজল ব্যবহার করছেন

তার উপরেও নির্ভর করে আপনার চোখের কাজল যাতে না ঘাটে। যা মাটি লুক দেখে চোখে অথবা দীর্ঘক্ষণ একইভাবে চোখে থাকবে এমন কাজল ব্যবহার করার স্টো করুন। এছাও আইশ্যাডো দিয়েও কিন্তু আপনার চোখের কাজল দীর্ঘস্থায়ী করতে পারেন। যা শুধুই আপনার চোখের কাজল স্মাজ হতে দেবে না এমনটা নয়। একইসঙ্গে চোখের পুরো মেকআপের একটা আলাদা লুক তৈরি করবে। চোখে কাজল লাগানোর পর আইশ্যাডো ব্রাশ দিয়ে আপনার পছন্দের ও মানানসই রঙের আইশ্যাডো নিয়ে ব্লেড করে নিন। এতে আপনার চোখের কাজল দীর্ঘস্থায়ী হবে।অনেকেই চোখে গা।

কাজল পরতে ভালোবাসেন। সেক্ষেত্রে স্মাজ করার সম্ভনা থাকে প্রবল তাই স্টো করবেন প্যাণ্ডেলে ঠাকুর দেখার পরিকল্পনা থাকলে মেকআপের দিকেও সচেতন হতে হয়। তাই স্টো করুন মোটা করে কাজল না পরতো একইসঙ্গে আপনার মেকআপ শেষ হওয়ার পর আপনার ত্বকের সঙ্গে যায় এমন কোনও মেকআপ সেটিং স্প্রে ভালো করে মুখে স্প্রে করে নিন। যাতে শুধুই মুখের ফাউন্ডেশনই নয় বরং আপনার চোখের মেকআপও একইরকম থাকে।

সন্তানকে নিয়ে ব্যস্ততার মাঝেই ত্বক ভালো রাখুন টিপস মেনে



পুজোর আগে নিজের যত্ন নেওয়ার সময় নিশ্চয়ই পাচ্ছেন না? এরকম পরিস্থিতিতে পড়া মহিলাদের জন্য রইল টিপস। বলিউডের অভিনেত্রীদের মতো রূপরক্টি মেনে আপনিও নিতে পারেন আপনার ত্বকের যত্ন।উল্লেখ্য, এক্ষেত্রে অনেকে মেনে চলেন তার ঠাকুরার দেওয়া একটি ঘরোয়া টোটোকা। নিজের ত্বকের যত্নে ব্যবহার করেন সহজে বাসনা যা় এমন এক ডিটন্ড স্কেন্সপ্যাকেট উপর। তার সঙ্গে অবশ্যই মেনে চলেন সঠিক ডায়েট। কীভাবে আপনিও তা করতে পারেন সহজেই জেনে নিন।

আপনি সারাদিনে যে কোনও ফল খেলে তার খোসা বা কোনও সবজি খেলে তার খোসাও এক্ষেত্রে ব্যবহার করতে পারেন। সঙ্গে নিয়ে নিন প্রয়োজন অনুযায়ী বেসন, সামান্য দুধ ও ১ চামচ মতো মধু। এবার এই সবকটি উপকরণ একসঙ্গে মিশিয়ে একটি মিশ্রণ তৈরি করে নিয়ে মুখে মেখে নিন। ফেন্সপ্যাকাট মুখের ত্বকে শুকিয়ে গেলে মুখ খুয়ে পরিষ্কার করে নিন। সহজ উপায়ে, কম উপকরণে এবং কম সময়ে এই ফেন্সপ্যাক সকলের জন্য তো বটেই সঙ্গে ছোটোদের জন্য বিশেষ উপযোগী। তবে এর পাশাপাশি মাথায় রাখতে হবে সঠিক ডায়েটের কথাও। তাই সময়মতো খাবার খাওয়া, খাবারে সঠিক পুষ্টি বজায় যাতে থাকে সেদিকে নজর দেওয়া আপনার জন্য বিশেষভাবে প্রয়োজন।

কীভাবে এই মেকআপ করবেন, গ্লাস স্কিন’ পেতে চান পুজোয়?

যে কোনও উৎসবে আমজনতার সঙ্গে ওঠার ক্ষেত্রে একটা বড় ভরসাহীন বলা যায় নায়িকারা। মূলত ম্যাট মেকআপে ‘গ্লাস স্কিন’এ নজর কাড়েন। অন্যদিকে পুজোর ভিড়ে হালকা মেকআপে সোজে ওঠার মতো স্বস্তি আর কিছতে নেই। তাই চোখ বন্ধ করে আপনি ফলো করতে পারেন ঠিক নায়িকাদের মতো মেকআপ। কীভাবে এই মেকআপ করবেন জেনে নিন।

প্রথমে ভালোভাবে ক্রিনজার দিয়ে মুখ পরিষ্কার করে নিয়ে মুখ তৈর্য্যালে দিয়ে মুছে নিয়ে ভালোভাবে মুখের ত্বক শুকিয়ে নিন। এরপর আপনার ত্বকের সঙ্গে যায় এরকম ময়শ্চারাইজার ভালোভাবে মুখে মেখে নিন। এরপর আপনার চোখের তলায়

এবং প্রয়োজন হলে মুখে হালকা দাগ থাকলে সেই জায়গাগুলিতেই কনসিলার লাগিয়ে ব্লেডার দিয়ে ভালোভাবে ব্লেড করে নিন। যদি কনট্যুর করতে চান তাহলে মুখের সঠিক সেই জায়গাগুলিতে কনট্যুর করে নিন আবারও ব্লেডার দিয়ে। বেসিক মেকআপের এই পর্ব মিটে গেলে এবার আপনার ত্বকের সঙ্গে যায় এরকম ফাউন্ডেশন আপনার মুখে ভালোভাবে ব্লেডার দিয়ে ব্লেড করে নিন। যাতে তা আপনার ত্বকের সঙ্গে সঠিকভাবে মিশে গিয়ে একটা ন্যাচারাল শ্রো তৈরি করতে পারে। চাইলে ব্লেডারের বদলে মেকআপ ব্রাশও ব্যবহার করতে পারেন।

মুখের ত্বকের পাশাপাশি সঠিকভাবে চোখের মেকআপও করতে হবে তাদের মতো তাই ঠিক তাঁর

পছন্দের রঙের শ্যাডো ব্যবহার করুন। চোখের নিচে একটি ব্রাশে



করে লুজ পাউডার দিয়ে চোখের উপরের অংশে মূলত ব্রাউন রঙের আইশ্যাডো একটি সঠিক ব্রাশ দিয়ে

ব্লেড করে নিন। এতে ন্যাচারাল শ্রো যেমন থাকবে তেমনই সু দ্ন্দর

মতো। সঙ্গে আপনার অধিপিপ্লব আরও সুন্দর দেখাতে মাসকারা ব্যবহার করতে ভুলবেন না। সঙ্গে আই লাইনারও কিন্তু মাস্ট। ঠিক এভাবে চোখের মেকআপ সারেন নায়িকারা। পুরো মেকআপের সঙ্গে যাবে ঠিক সেরকম মানানসই নুড রঙের লিপস্টিক ব্যবহার করুন। তাতে আপনার মেকআপ কখনই অতিরিক্ত মনে হবে না। শেষে সামান্য ব্লাশার ও হাইলাটার দিয়ে নিলেই আপনার পুজোর আপনার মেকআপ সম্পূর্ণ। পুজোর ভিড়ে যাতে মেকআপ নষ্ট না হয় তাই সবশেষে মেকআপ সেটিং স্প্রে-ও দিয়ে নিতে পারেন। আর এভাবে সেজে উঠতে পারলেই কিন্তু এই পুজোয় দীপিকার আদলে সেজে উঠতে পারবেন আপনি।

এবার পুজোয় সোনা ও রূপোকে হার মানাতে পারে শাড়ির পাড় দিয়ে তৈরি বিশেষ গয়না

চওড়া জরি পাড় সঙ্গে পাথর, পুথির কাজ। আগে এই ধরনের ভারী শাড়ির চল ছিল। বর্তমানে সেই শাড়িই নাকি পুরনো হয়েছে। তার ফলে এখন আর আলমারি থেকে তা নামানো হয় না।

দিনের পর দিন আলমারিতে থেকে তা নষ্ট। অন্য উপায়ে এই শাড়িগুলিকে কাজে লাগাতে পারেন। উৎসবের মরশুমে ওই শাড়িগুলির জরি পাড় দিয়ে তৈরি করতে পারেন হালফ্যাশনের গয়না। নিশ্চয়ই ভাবছেন, কীভাবে এই শাড়ির পাড় দিয়ে গয়না তৈরি করতে পারেন। বাড়িতে থাকা মাপজোকের টেপ, কাচি, আঠা আর ইলাস্টিক ব্যান্ড দিয়ে গয়নাগাটি তৈরি করা সম্ভব।প্রথমে আসি হারের কথা। পুরনো শাড়ি থেকে জমকালো জরি পাড় কেটে নিন। এই ধরনের জরি পাড় দিয়ে চোকার বানাতে পারেন। জরি পাড়ের উপর পাথর বসিয়ে

নিতে পারেন। তাতে হার আরও জমকালো হবে।



তৈরি হবে সুন্দর হার। পুজোয় মানানসই শাড়ির সঙ্গে পড়ন হার। এই সাজে আপনার দিকে কেউ নজর ফেরাতে পারবেন না। কাপড়ে জরির পাড় কিংবা সূতির কাপড় দিয়ে হাতের বালা কিংবা চুড়ি তৈরি করতে পারেন। কীভাবে করবেন?

প্রথমে আপনার হাতের মাংসের চুড়ি নিন। এবার সেই চুড়ির উপর আঠা লাগিয়ে পুরনো খবরের কাগজ জড়িয়ে নিতে পারেন। কিংবা তাতে শাড়ির জরি পাড়, পুরনো সূতির শাড়ি জড়িয়ে নিন। অন্য ধরনের হাতের বালা কিংবা চুড়ি সকলের মন জয় করবে, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই।

গয়নাগাটি ছাড়া পুজো জমে না। একসময় উৎসবের দিনগুলিতে সোনার গয়না পরার চল ছিল। বর্তমানে অবশ্য সে জায়গা অনেকটাই দখল করে নিয়েছে রূপো। হালফ্যাশনে এই গয়না এখন

বহু তথ্যই মন জয় করেছে। এবার পুজোয় না হয় সোনা, রূপোকে দূরে সরিয়ে নিজের হাতে তৈরি বাটিক্রমী গয়নায় সাজিয়ে নিন। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজেই নিজেকে চিনতে পারবেন তে দেখে নিন।

প্যালেস্তাইনকে রাষ্ট্রের মর্যাদা দেওয়ার অঙ্গীকার পর্তুগালের প্রধানমন্ত্রী লুইজের

২১ সেপ্টেম্বর : অস্ট্রেলিয়া, কানাডা, ফ্রান্স, ব্রিটেন এবং বেলজিয়াম আগেই ঘোষণা করেছিল। এবার সেই দলে যোগ দিল পর্তুগাল। সেদেশের বিদেশমন্ত্রকের তরফে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, প্যালেস্তাইনকে তারা রাষ্ট্রের মর্যাদা দেবে। চলতি মাসেই রাষ্ট্রসংঘের সাধারণ পরিষদে তারা তাদের সমর্থনের কথা জানাবে।

পর্তুগালের বিদেশমন্ত্রকের তরফে একটি বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, ‘ আনুষ্ঠানিকভাবে প্যালেস্তাইনকে রাষ্ট্রের মর্যাদা দেবে পর্তুগাল।’ পর্তুগালের স্থানীয় এক সংবাদমাধ্যম জানিয়েছে, প্রধানমন্ত্রী লুইজ মর্শ্বিনিগ্রো এই সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত করেছেন। তার আগে তিনি প্রেসিডেন্টের সঙ্গে গোটা বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করেছিলেন। শুধু তাই নয়, সংসদেও বিষয়টি তুলে ধরেছিলেন। সব পক্ষের সুরূজ সংকেত মিলতেই তিনি তাঁর সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত করেন।

উল্লেখ্য, গত জুলাইয়েই কানাডার প্রধানমন্ত্রী মার্ক কার্নি ঘোষণা করেন, প্যালেস্টাইনকে রাষ্ট্রের মর্যাদা দেবেন তাঁরা। এর আগে ফ্রান্স এবং ব্রিটেনের তরফে জানানো হয়েছিল,



গাজায় যুদ্ধ বন্ধ না হলে প্যালেস্টাইনকে রাষ্ট্রের মর্যাদা দেবে তারা। তবে ব্রিটেনও শর্ত আরোপ করবেছে। জানানো হয়েছে, সেক্ষেত্রে ও অস্ত্রবাহে পণ্যবাহীদের ক্ষতি, যুদ্ধবিরতিতে সম্মতি ও অস্ত্রত্যাগের প্রতিশ্রুতি দিতে হবে হামাসকে। একইসঙ্গে তাদের জানাতে হবে, গাজার শাসন ব্যবস্থায় তাদের কোনও ভূমিকা থাকবে না। প্রসঙ্গত, হামাস নিধন যন্ত্রে নেমে

গাজাকে কার্যত ‘ধ্বংসে পরিণত করেছে’ইজরায়েল। গোটা গাজা হয়ে উঠেছে আন্ত ধ্বংসস্থল। এহেন পরিস্থিতির মাঝেই জানা গিয়েছে, গাজা থেকে ২০ লক্ষ বাসিন্দাকে সরানোর প্রস্তুতি শুরু হয়েছে। মার্কিন অধিকারিকদের কাছে থাকা নথিপত্রের তথ্য তুলে ধরে এক আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যমের দাবি, আমেরিকা গাজাকে নতুন করে সাজিয়ে তোলার নয়া পরিকল্পনা করেছে। এই প্রকল্পে সেখানকার ২০ লক্ষ বাসিন্দাকে অস্থায়ীভাবে সরানো হবে মিশর, কাতারের মতো দেশগুলিতে। যতদিন না গাজাকে নতুন করে সাজানো হচ্ছে ততদিন দেশছাড়া হয়ে থাকতে হবে বাসি: দারো। প্রকল্প বাস্তবায়িত হতে অন্তত চার বছর সময় লাগবে বলে মনে করা হচ্ছে। এই সময়কালে গাজার বাসিন্দাদের বাইরে থাকার ভানার ভুক্তিক, ডিজিটাল টোকেন ও নগদ কিছু অর্থ দেওয়া হবে। এক বছর পর্যন্ত খাবারের ব্যবস্থা করা হবে।

প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীকে গ্রেপ্তারির দাবি ‘জেন জি’র

কাঠমান্ডু,২১ সেপ্টেম্বর : আন্দোলনের গর্জন দমাতে প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী কেপি শর্মা ওলির নির্দেশেই গুলি চালিয়েছিল পুলিশ। এমনই অভিযোগ তুলে ওলির গ্রেপ্তারির দাবিতে সরব হয়েছে নেপালের ‘জেন জি’। তাঁদের অভিযোগ, ওলি এবং তাঁর সহযোগীরা ক্ষমতার অপব্যবহার করেছেন। প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীর পাশাপাশি প্রাক্তন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী রমেশ লেখককেও অবিলম্বে গ্রেপ্তারি দাবি জানিয়েছেন তারা। ‘জেন জি’র তরফে একটি সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। সেখানে ‘জেন জি’র উপদেষ্টা ডঃ নিকোলাস ত্ৰুথাল বলেন, ওলি,লেখক এবং কাঠমান্ডুর প্রধান জেলা কর্মকর্তা ছবি রিজালকে অবিলম্বে হেফাজতে নেওয়া উচিত। তাঁদের নির্দেশেই নতুন বানেশ্বর এলাকায় আন্দোলনকারীদের উপর গুলি চালিয়েছিল পুলিশ। যেখানে মৃত্যু হয় অন্তত ১৯ জনের। তাঁর দাবি, দেশের প্রাক্তন নেতা এবং সরকারি কর্মকর্তারা বিশাল সম্পত্তির মালিক ছিল। কীভাবে তাঁদের কাছে এত অর্থ এল? এত সম্পদ এল? তা নিয়ে উচ্চ পর্যায়ের কমিশন গঠন করে তদন্তের দাবিও জানিয়েছেন নিকোলাস। অন্যদিকে, ওলি এবং লেখকের গ্রেপ্তারির দাবিতে কাঠমান্ডুর সিংহ দরবারে চলছে অবস্থান বিক্ষোভও।

প্রসঙ্গত, ওলি সরকারের বিরুদ্ধে আগে থেকেই দূর্নীতি-সহ একাধিক অভিযোগ ছিল। ফলে ক্ষুদ্ধ ছিলেন সেদেশের সাধারণ মানুষ। এরপর গত ৪ সেপ্টেম্বর নেপালে আচমকা নিষিদ্ধ করা হয় ফেসবুক, ইউটিউব, এক্স-সহ প্রায় সব ধরনের সোশাল মিডিয়া। এর জেরে আগুনে ধি পড়ে আন্দোলনে নামে সেদেশের তরুণ প্রজন্ম। কয়েকঘণ্টার মধ্যেই তা হিংসাত্মক চেহারা নেয়। মৃত্যু হয় অন্তত ৭২ জনের। আহত হন দু’হাজারেরও বেশি মানুষের। জনরোষের মুখে পড়ে ইন্তফা দিয়ে দেশ ছেড়ে পালান ওলি। কিন্তু তারপরেও ক্ষেভ মিটেছে না ‘জেন জি’র।

পাক সেনা প্রধান মুনিরের বিরুদ্ধে ফের বিস্ফোরক জেলবন্দি ইমরান



ইসলামাবাদ, ২১ সেপ্টেম্বর : পাক সেনা প্রধান অসি মুনিরের বিরুদ্ধে ফের ফুঁসে উঠলেন জেলবন্দি পাকিস্তানের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ইমরান খান। তাঁর অভিযোগ, জেলে তাঁর এবং তাঁর স্ত্রী বুশরা বিবির উপর মানসিক নির্যাতন চালাচ্ছেন পাক সেনাপ্রধান। যদিও এর আগেও তিনি একাধিকবার জেলে অভ্য্যচারের অভিযোগ তুলে তোপ দেগেছিলেন মুনিরের বিরুদ্ধে। ইমরান তাঁর এক হ্যাভেলে লেখেন, ‘

প্রত্যক্ষ মদতেই জেলে আমার এবং আমার স্ত্রীয়ের উপর মানসিক অভ্য্যচার চলছে। এর নেপক্ষে একটিই কারণ রয়েছে। তারা চায় আমরা যাতে ভেঙে পড়ি।’ তিনি আরও বলেন, মুনিরকে আমি একটা বার্তা দিতে চাই। যতদিন আমরা বেঁচে থাকব, ততদিন আমরা এই নিষ্ঠুরতার সামনে মাথা নত করব না। মুনির আমাদের দেশে আইনশৃঙ্খলা ভেঙে ফ্যাসিবাদের পরিবেশ তৈরি করতে সেনাবাহিনীকে ব্যবহার করছেন। গত ১০ বছর ধরে তিনি অপশাসন চালিয়ে যাচ্ছেন।

উল্লেখ্য, পাক সেনার রোষের মুখে পড়ে গদি হারাতে হয়েছিল ইমরানকে। এর পরেই তাঁর ঠাই হয় জেলে। দু’বছর পার হয়ে গেলেও জেলমুক্তি ঘটেনি ইমরানের। বরং একের পর এক নয়া মামলা চেপেছে তাঁর উপর। ইমরানের মুক্তি চেয়ে কিছুদিন আগেও পাকিস্তান জুড়ে ব্যাপক আন্দোলন করেছিল তাঁর দল পিটিআই। যদিও তাতে বিশেষ ফল হয়নি। নিষ্ঠুরভাবে সেই বিরোধে দমন করে সরকার। এই অবস্থায় পাক সেনা প্রধানের বিরুদ্ধে জেলে ফের নির্যাতনের অভিযোগ তুললেন ইমরান।

জিনপিংয়ের সঙ্গে ফোনালাপের কথা জানালেন ট্রাম্প, নজর রাখছে ভারত

২১ সেপ্টেম্বর : মার্কিন শুদ্ধনীতির জল কোনদিকে গড়াচ্ছে বোঝা মুশকিল। শুক্রবার রাতে ফের চিনা প্রেসিডেন্ট শি জিনপিঙের সঙ্গে ফোনালাপ করলেন আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। ধনকুবের মার্কিন প্রেসিডেন্টের দাবি, জিনপিঙের সঙ্গে একাধিক বিষয়ে গঠনমূলক আলোচনা হয়েছে। তার মধ্যে ছিল বাণিজ্য বিষয়ক আলোচনাও।

জানা গিয়েছে শুক্রবার রাতে কথা হয়েছে জিনপিং-ট্রাম্পের মধ্যে। সেখানে

তিনি লিখেছেন, বাণিজ্য, ফ্লেটানাইল (নিষিদ্ধ ওষুধ) এবং টিকটক সংক্রান্ত চুক্তি নিয়ে জিনপিঙের সঙ্গে তাঁর হয়েছে। তাৎপর্যপূর্ণ ভাবে আলোচনা হয়েছে রাশিয়া-ইউক্রেন সংঘর্ষ নিয়েও। আলোচনার টেবিলে বসলেই যুদ্ধ থামবে, এই বিষয়ে একমত দুই রাষ্ট্রপ্রধান। আগামী অক্টোবর মাসে দক্ষিণ কোরিয়ায় এশিয়া-প্যাসিফিক কোঅপারেশন (অ্যাপেক) সম্মেলন রয়েছে। সেখানে জিনপিংয়ের সঙ্গে তাঁর দেখা হবে বলেও জানিয়েছেন ট্রাম্প।উল্লেখ্য, ট্রাম্পের শুদ্ধবোমার জেরে ভারতের মতোই চিনের সঙ্গেও প্রাথমিকভাবে সম্পর্কের অবনতি হয়েছিল আমেরিকার। যদিও সেই পরিস্থিতির খানিক পরিবর্তন হয়েছে। দুই দেশ চুক্তিও স্বাক্ষর করেছে। এর মধ্যেই গত জুন মাসে শেষ বার কথা হয়েছিল ট্রাম্প-জিনপিঙের। ফের শুক্রবার রাতে উভয় রাষ্ট্রপ্রধান একাধিক দ্বিপাক্ষিক বিষয়ে গঠনমূলক আলোচনা করল। কূটনৈতিক বিশ্লেষকরা বলছেন, ট্রাম্প-জিনপিং যনিষ্ঠতায় ভারতের উপর চাপ বাড়ল। যেহেতু অতিরিক্ত মার্কিন সবশেষে মেকআপ সেটিং স্প্রে-ও দিয়ে নিতে পারেন। আর এভাবে সেজে উঠতে পারলেই কিন্তু এই পুজোয় দীপিকার আদলে সেজে উঠতে পারবেন আপনি।

মির্জার অঞ্জলি সরকার হত্যা মামলায় জড়িতদের গ্রেফতারের দাবি

উদয়পুর (ত্রিপুরা), ২১ সেপ্টেম্বর (হি.স.)ঃ রবিবার সিপিআইএম উদয়পুর মহকুমা কমিটির উদ্যোগে দলীয় অফিসে সাংবাদিক সম্মেলনে মির্জার গৃহবধু অঞ্জলি সরকার হত্যার ঘটনা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়েছে। সেইসাথে ঘটনায় জড়িতদের অবিলম্বে গ্রেফতার করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানানো হয়েছে। সিপিআইএম নেতৃত্ব অভিযোগ করেন, গত বৃহস্পতিবার উদয়পুরের মির্জা বাজার সংলগ্ন এলাকায় দুই সন্তানের জননী অঞ্জলি সরকারকে শাসক দলের বিধায়কের ভাটিজা সহ আরও কয়েকজন মিলে মারধর করে। মির্জা বাজারে রাতে স্বামী পঞ্চজ সরকার ও তাঁর স্ত্রী অঞ্জলি সরকারকে প্রচন্ড মারধর করা হয়। পরের দিন ভাতের অঞ্জলির অগ্নিদগ্ধ মৃতদেহ রাস্তায় পড়ে থাকতে দেখে অগ্নি নির্বাপক দফতরের একটি গাড়ি এসে মৃতদেহ নিয়ে যায় হাসপাতালে। সেখানে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করে অঞ্জলিকে। এই ঘটনায় পুলিশের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। সিপিআইএম উদয়পুর বিভাগীয় কমিটির সদস্যদাক দিলীপ দাস, কনিথল দাস ও পূর্ণ জমাতিয়া সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন, এই ঘটনা রাজ্যের কলঙ্ক। দেহীদের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য আবেদন জানানো হয়। অঞ্জলির ছেলে ও মেয়ে দাবি করেন মায়ের মৃত্যুতে যারা দোষী তাদের বিরুদ্ধে কঠোর শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হোক।

গভীর রাতে কদমতলায় অগ্নিকাণ্ডে পুড়ে ছাই সাতটি দোকান

কদমতলা (ত্রিপুরা), ২১ সেপ্টেম্বর (হি.স.)ঃ গভীর রাতে উত্তর জেলার ধর্মানের মহুক্কার পৈয়ারুহড়া বাজারে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে পুড়ে ছাই হয়ে যায় সাতটি দোকান। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, শনিবার গভীর রাতে হঠাৎ করেই এক দোকানে অগ্নিসংযোগ ঘটে এবং দোকানগুলির সংযোগ থাকায় মুহূর্তের মধ্যেই আগুন ছড়িয়ে পড়ে আশপাশের দোকানগুলিতেও।

খবর পেয়ে দ্রুত প্রেমচান্দা দমকল অফিস থেকে দমকল কন্ীরা ঘটনাস্থলে পৌঁছলেও আগুন নিয়ন্ত্রণে আনতে মেরি হয়ে যায়। ফলে সাতটি দোকান সম্পূর্ণরূপে ভস্মীভূত হয়। ক্ষতিগ্রস্ত দোকানদাররা জানিয়েছেন, কয়েক লক্ষখিক টাকার মালামাল এই অগ্নিকাণ্ডে পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। জীবনের সঞ্চিত সম্বল হারিয়ে সর্বস্বান্ত হয়ে পড়েছেন বাবসারীরা। এই ঘটনার খবর পেয়ে রবিবার সকালে ঘটনাস্থলে যান এলাকার সিপিআইএম বিধায়ক ইসলাম উদ্দিন। তিনি ক্ষতিগ্রস্ত দোকানদারদের সঙ্গে সৌত যোগাানা’র ধাধীনে এ অর্থবছরে কদমতলা ব্লকের প্রাক্তন চেয়ারম্যান

সূরত দেব। স্থানীয়দের দাবি, ক্ষতিগ্রস্ত বাবসারীদের পুরণাসর্বের জন্য সরকারকে তরফে অবিলম্বে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া উচিত।

Name Change
I, Alam (Old Name) S/O-Ajed Sk resident of Habaspur Khasmahal , Habaspur, Bhagwanga, Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin-742135 do hereby declared that I have changed my name from Alam to Allam Sk and henceforth I shall be known as Allam Sk (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 19/09/2025. My name Allam Sk & Allam both are same and one identical person.

Name Change
I, Motahar Ali (Old Name) S/O-Jaimud-in, Motahar resident of Vill-Hikampur, Po-Muktingar Ps- Berhampore, Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin- 742102 do hereby declared that I have changed my name from Motahar Ali to Motahar Ali Molla and henceforth I shall be known as Motahar Ali Molla (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 19/09/2025. My name Motahar Ali Molla & Motahar Ali both are same and one identical person.

Name Change
I, Rajib Ali Sk (Old Name) S/O-Late Hosen Sk resident of Barabari, Chowrigacha, Berhampore, Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin- 742405 do hereby declared that I have changed my name from Rajib Ali Sk to Rajab Ali Sk and henceforth I shall be known as Rajab Ali Sk (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 19/09/2025. My name Rajab Ali Sk & Rajib Ali Sk both are same and one identical person.

পাটনা, ২১ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : গ্রামকে শহরের সঙ্গে যুক্ত করতে এবং অবকাঠামোকে মজবুত করতে মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমারের উদ্যোগে ‘ গ্রামীণ সৌত যোগাানা’র ধাধীনে এ অর্থবছরে (২০২৫-২৬) ৭০৬টি নতুন সেতুর নির্মাণ শুরু হয়েছে।

ট্রেনের লোডিং ট্রাকে আগুন

উজ্জয়িনী, ২১ সেপ্টেম্বর (হি.স.)ঃ মধ্যপ্রদেশের উজ্জয়িনী জেলায় রেল স্টেশনে পণ্যবাহী ট্রেনের লোডিং ট্রাকে রবিবার সকালে আগুন লেগে যায়।

Name Change
I, Hazi Ainul Haque Mondal (Old Name) S/O-Abbas Ali resident of Vill-Bhola, Po-Gangadhari , Ps- Nowda, Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin-742121 do hereby declared that I have changed my name from Hazi Ainul Haque Mondal to Hazi Ainul Haque and henceforth I shall be known as Hazi Ainul Haque (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 19/09/2025. My name Hazi Ainul Haque & Hazi Ainul Haque Mondal both are same and one identical person.

Name Change
I, Luful Hoque (Old Name) S/O-Badsha Sk residing at Vill & PO-Gobinda-pur , PS-Berhampore , Murshidabad, West Bengal 742405 do hereby declared that I have changed my name from Luful Hoque to Lutful Hoque and henceforth I shall be known as Lutful Hoque (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 02/09/2025. My name Luful Hoque & Luful Hoque both are same and one identical person.

Name Change
I, MD FAKIR ALI MONDAL (Old Name) S/O RAHIM BAKSH MONDAL Residing at Pritibha Kalapur, P.S.-Deganga, District - North 24 Parganas, Pin - 743704 West Bengal, India have changed my name and shall henceforth be known as FAKIR ALI MONDAL (New Name) as declared before the Notary Public at Kolkata vide affidavit dated 18-09-2025. MD FAKIR ALI MONDAL (Old Name) and FAKIR ALI MONDAL (New Name) both are same and identical person.

Name Change
I, MANIRA KHATUN (Old Name) D/O GOLAM RAHAMAN KHAN Residing at Mahamaya Colony Bhadra, P.O.-Bhabla, P.S.-Basirhat, District - North 24 Parganas, Pin - 743422 West Bengal, India have changed my name and shall henceforth be known as MONIRA KHATUN (New Name) as declared before the Notary Public at Kolkata vide affidavit dated 18-09-2025. MANIRA KHATUN (Old Name) and MONIRA KHATUN (New Name) both are same and identical person.

Name Change
I Anowar Hossain (Old name) S/o-Ne-jamul Haque, Resident at, Vill&Po-Mok-larpur, Ps-Islampur, Dist-Murshidabad, 742302 West Bengal, I have changed my name Md Anwar Hossain(New name) I shall be known as Md Anwar Hossain vide affidavit before the Notary Berhampore on 19/09/2025 Anowar Hossain and Md Anwar Hossain same and one identical person.

Name Change
I, Mt Rafika Bibi (Old name) W/o-Md Anwar Hossain, Resident at, Vill&Po-Mok-larpur, Ps-Islampur, Dist-Murshidabad,742302 West Bengal, I have changed my name Rafika Bibi (New name) I shall be known as Rafika Bibi vide affidavit before the Notryat Berhampore on 19/09/2025 Mt Rafika Bibi and Rafika Bibi same and one identical person.

Name Change
I, Md Ikterdar Alam(Old Name) S/o-Md Enarul Hoque, Resident at, Vill-Hichaylichak, Po-Baliadanga, Ps-Kali-ghriachak, Dist-Malda,732201 West Bengal, I have changed my name Ikterdar Alam(New name) I shall be known as Ikterdar Alam vide affidavit before the Notaryat Berhampore on 19/09/2025 Md Ikterdar Alam and Ikterdar Alam same and one identical person.

Name Change
I, Fazlul Hoque(Old name) S/o-Abdul, Resident at, Vill-Jalibagan, Po-Kho-darampur, Ps-Ragnunathgong, Dist-Murshidabad,742213West Bengal, I have changed my nameFazul Sk(New name) I shall be known as Fazlul Sk(New name) I shall be known as Fazlul Sk vide affidavit before the Notryat Berhampore on 19/09/2025 Fazlul Skand Fazlul Hoque same and one identical person.

Name Change
I,Mohasin Mia(Old name) S/O-Ohedul Mia, Resident at, Vill-Madhpur, Po-Baliyadanga, Ps-Murulia, Nadia, 741152 West Bengal, I have changed my name Mahasin Miya(New name) I shall be known as Mahasin Miya vide affidavit before the Notryat Berhampore on 19/09/2025 Mohasin Mia and Mahasin Miya same and one identical person.

Name Change
I, Swadesh Jana alias Swdesh Ranjan Jana (Old Name) S/o Ashutosh Jana Residing at Vill+P.o - Maharajganj, P.s - Namkhana, District - South 24 Parganas, Pin - 743357 West Bengal, India have Changed my name and shall henceforth be known as Swadesh Ranjan Jana (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit before the Notaryat Berhampore on 19/09/2025 Swadesh Jana, Swdesh Ranjan Jana (Old Name) and Swadesh Ranjan Jana (New Name) both are same and one identical person.

Name Change
I, Rasanara Bibi (Old Name) D/o Abdul Hamid Molla Residing at Vill - Kumarije, P.o - Kumarje, P.s - Minakhan, District - North 24 Parganas, Pin - 743425, West Bengal, India have Changed my name and shall henceforth be Known as Roshenara Begam Molla (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit Dated 19-09-2025. Rasanara Bibi (Old Name) and Roshenara Begam Molla (New Name) both are same and one identical person.

স্পিড স্কেটিং বিশ্বচ্যাম্পিয়শিপে নজির গড়ল আনন্দকুমারের

২১ সেপ্টেম্বরঃ ঐতিহাসিক দৌড় অব্যাহত আনন্দকুমার ভেলকুমারের। স্পিড স্কেটিংয়ের বিশ্বচ্যাম্পিয়শিপে ফের সোনা জয় করে প্রথম ভারতীয় হিসাবে দুর্দান্ত নজির গড়লেন তিনি। রবিবার পুরুষদের ৪২ কিলোমিটার ম্যারাথনে শীর্ষে শেষ করে তাঁর দ্বিতীয় স্বর্ণপদক নিশ্চিত করলেন আনন্দকুমার। ২২ বছরের তামিলনাড়ুর এই স্পিড স্কেটারের তিনি প্রথম ভারতীয় হিসাবে বিশ্ব মধ্যে জেতা সোনার পদক জিতে বিরল কৃতিত্ব অর্জন করলেন। পাঁচ দিন আগেই পুরুষদের ১০০০ মিটার স্প্রিন্টে সোনা জিতে ইতিহাস গড়েছিলেন তিনি। আর রবিবার আরও একটা সোনা জয় করলেন আনন্দকুমার। বেজিংয়ে এক হাজার মিটার শেষ করতে তিনি সময় নিয়েছিলেন ১.২৪.৯২৪ মিনিট। যুব বিভাগে কৃশ শর্মাও এক হাজার মিটার স্প্রিন্টে সোনা জয় করেছিলেন। এর আগে ৫০০ মিটারের স্পিড স্কেটিংয়ে ৪৩.০৭২ সেকেন্ডে শেষ করে ব্রোঞ্জ পদক জয়ী হয়েছিলেন আনন্দকুমার। তিনিই বিশ্ব স্পিড স্কেটিং চ্যাম্পিয়নশিপে তিন-তিনটি পদক জয় করা প্রথম ভারতীয়। আন্তর্জাতিক মধ্যে তাঁর এই সাফল্য দেশের নতুন প্রজন্মের ক্রীড়াবিদের অনুপ্রাণিত করবে বলে মনে করছেন অনেকেই। প্রথম সোনা জয়ের পর প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি তাঁকে শুভেচ্ছা জানিয়েছিলেন। অভিনন্দন জানিয়েছিলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী কিরণ রিজিড্ডি, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ, প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিংও।

আনোয়ার আলিকে নিয়ে কেন ফেডারেশনকে চিঠি দিল মোহনবাগান?

বিশেষ প্রতি নিধি, কলকাতা, ২১ সেপ্টেম্বরঃ আনোয়ার আলি বিতর্কে অবিলম্বে সিদ্ধান্তের দাবি জানিয়ে ফের সর্ব ভারতীয় ফুটবল ফেডারেশনকে চিঠি দিল মোহনবাগান সুপার জায়ান্ট।। প্রায় দেড় বছর ধরে চলতে থাকা এই বিতর্কের নিষ্পত্তিতে বিলম্বে ক্লাব কর্তৃপক্ষ উদ্বেগ প্রকাশ করেছে। চিঠিতে মোহনবাগান কড়া ভাষায় জানিয়েছে, একাধিক শুনানির তবিরি ঠিক হলেও এখনও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত না আসায়, ক্লাবের পরিকল্পনা এবং ফুটবলারদের ভবিষ্য দুই প্রশ্নের মুখে পড়েছে। এর ফলে ক্লাব, খেলোয়াড় এবং সমর্থকদের মধ্যে অস্থিরতা তৈরি হয়েছে বলে মত প্রকাশ করেছে তারা। চিঠিটি পাঠানো হয়েছে ফেডারেশনের সভাপতি কল্যাণ চৌবের উদ্দেশে। চিঠিতে মোহনবাগান ফেডারেশনকে সুনিম্ন কোর্টে গৃহীত খসড়া সংবিধান সংক্রান্ত ইতিবাচক অগ্রগতির জন্য শুভেচ্ছা জানিয়েছে। পাশাপাশি, এই ইস্যুতে ফেডারেশনের due process ও স্বচ্ছতার প্রতি প্রতিশ্রুতি প্রশংসা করেছে ক্লাব। তবে চিঠির মূল দাবি, ২০২৪ সালের ১০ আগস্ট ঘটে যাওয়া আনোয়ার আলির ট্রান্সফার সংক্রান্ত বিতর্কের দ্রুত নিষ্পত্তি। উল্লেখ্য, এই সময় আনোয়ার মোহনবাগান থেকে আগেভাগে ঋণ চুক্তি ভেঙে ইস্টবেঙ্গলে পাঁচ বছরের চুক্তিতে যোগ দেন। তার আগে ফেডারেশনের শ্রোয়ার স্ট্যান্ডিন্স কমিটির কাছ থেকে তিনি নিজ দায়িত্বে নো অবজেকশন সার্টিফিকেট সংগ্রহ করেন। এবার থেকেই দুই ক্লাবের মধ্যে শুরু হয় বিতর্ক। মোহনবাগান প্রশ্ন তুলেছে, NOC জারির প্রক্রিয়াটি ঠিক কতটা স্বচ্ছ এবং নিয়ম মেনে হয়েছিল? তারা দাবি করেছে, নিয়ম-কানুন পরিষ্কার না থাকায় এই ধরনের জটিলতা আরও বাড়ছে। সবশেষে, মোহনবাগান চাইছে এক নির্দিষ্ট সময়সীমা নির্ধারণ করে চূড়ান্ত শুনানি ও লিখিত আদেশ প্রকাশ করুক ফেডারেশন।

উত্তেজিত-সুপার কাপে লাল-হলুদের নতুন অধ্যায়ের অপেক্ষায়!

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা, ২১ সেপ্টেম্বরঃ ইন্ডিয়ান সুপার লিগের একটি দল হিসেবে ইস্টবেঙ্গল ফুটবল ক্লাব ভারতীয় জাতীয় দলের জন্য খেলোয়াড় হাড্ডিতে সব সময় তৈরী। এই বিষয়ে পরিষ্কার করে জানিয়েছেন দলের স্প্যানিশ হেড কোচ অস্কার ব্রজো। সেশিয়াল মিডিয়া প্র্যাকটিস এন্ড-এ (পূর্বতন টুইটার) প্রকাশিত একটি পোস্টে ব্রজো বলেন, আমরা সর্বদা জাতীয় দলের জন্য ফুটবলারদের হাড্ডিতে প্রস্তুত। কিছু দল ইতিমধ্যে খেলোয়াড়দের ছেড়ে দিয়েছে। তবে, আমরাও উপযুক্ত সময়ে জাতীয় ক্যাম্পের জন্য খেলোয়াড়দের ছাড়াব। এই বিবৃতি টর্চ বের্যার্স হাউজলের মাধ্যমে শোয়ার করা হয়েছে, যা ইস্টবেঙ্গলের অফিসিয়াল ফ্যান পেজ হিসেবে পরিচিত। এই ঘোষণা এসেছে সেই সময়ে যখন সর্বভারতীয় ফুটবল ফেডারেশন (এআইএফএ) ডুরান্ড কাপ চলাকালীন মোহনবাগান সুপার জায়ান্ট, ইস্টবেঙ্গল এবং জামশেদপুর এফসি-এর মতো দলগুলির কাছে ১৩ জন খেলোয়াড়ের জাতীয় ক্যাম্পে যোগদানের অনুরোধ জানিয়েছে। নতুন কোচ খালিদ জামিলের নেতৃত্বে ভারতীয় দল আগামী অক্টোবরে সিঙ্গাপুরের বিপক্ষে এএফসি এশিয়ান কাপ কোয়ালিফায়ার ম্যাচ খেলবে। এই প্রস্তুতির জন্য ২০শে সেপ্টেম্বর থেকে বেঙ্গালুরুতে জাতীয় ক্যাম্প শুরু হয়েছে। ইস্টবেঙ্গলের পক্ষ থেকে আনোয়ার আলি, জিকসন সিং, মহেশ সিং এবং অন্যান্য খেলোয়াড়দের নাম উঠে এসেছে। ব্রজোর এই মনোভাব ইস্টবেঙ্গলের জাতীয় দলের প্রতি অঙ্গীকারের প্রতীক। তিনি যোগ করেন, এটি শুধু ক্লাবের দায়িত্ব নয়, বরং ভারতীয় ফুটবলের উন্নয়নের জন্যও গুরুত্বপূর্ণ। এই বিবৃতি সমর্থকদের মধ্যে প্রশংসা জাগিয়েছে। টর্চ বের্যার্সের পোস্টটি মাত্র তিন ঘণ্টায় হাজার হাজার লাইক এবং শোয়ার পরেছে। ফ্যানরা কমেন্টে লিখছেন, এই হলো আমাদের ইস্টবেঙ্গল-লেশের জন্য সবসময় প্রস্তুত! ইস্টবেঙ্গলের সামনে এখন সুপার কাপের চ্যালেঞ্জ। ডুরান্ড কাপে সেমিফাইনালে ডায়মন্ড হারবার এফসি-এর কাছে হেরে যাওয়ার পর দল রাজারহাটের সেন্টার অফ এক্সিলেন্সে প্রশিক্ষণ শুরু করেছে। কোচ ব্রজো ফিটনেস এবং ট্যাকটিক্সের উপর জোর দিচ্ছেন। নতুন সাইনিং হিরোশি ইবুস্কির যোগদানও অপেক্ষাকার। জাতীয় দলের ক্যাম্পের কারণে কিছু খেলোয়াড় অনুপস্থিত থাকলেও, ব্রজোর বিবৃতি দলের একত্রের বার্তা দিয়েছে। এই ঘটনা ভারতীয় ফুটবলের সামগ্রিক উন্নয়নের লক্ষ্য। ক্লাব এবং জাতীয় দলের মধ্যে সহযোগিতা বাড়লে দেশের ফুটবল আরও শক্তিশালী হবে। সমর্থকরা এখন উত্তেজিত-সুপার কাপে লাল-হলুদের নতুন অধ্যায়ের অপেক্ষায়!

হয় ম্যাচে হয় জয় রিয়ালের, বার্নাব্যুতে উৎসব হলো অন্য কারণেও

বিশেষ প্রতিবেদন, ২১ সেপ্টেম্বরঃ রিয়ালের সর্বশেষ জয়টা এসেছে আজ, সান্তিয়াগো বার্নাব্যুতে এম্পানিওলকে ২-০ গোলে হারিয়েছে জারি আলোনসোর দল। লা লিগায় এটি রিয়াল মাদ্রিদের পাঁচ ম্যাচে পঞ্চম জয়। ম্যাচে রিয়াল কোচ আলোনসোর একাদশ কিছুটা চমকে দেয় ফুটবলপ্রেমীদের। কিলিয়ান এমবাপ্পের সঙ্গে আক্রমণভাগে জুটি গড়তে তিনি দলে নেন গঞ্জালো গার্সিয়াকে। তবে ম্যাচের প্রথম গোলাটা এই দুজনের কেউ করতে পারেননি। করেছেন অপ্রত্যাশিত একজন-এদের মিলিতাও! প্রথম ২৬ মিনিট রিয়াল মাদ্রিদ গোলের পরিষ্কার কোনো সুযোগ তৈরি করতে পারেনি। প্রথম গোলাটাকেও হয়তো তেমন পরিষ্কার সুযোগ বলা যাবে না। ৩০ গজ দূর থেকে বল নিয়ে এদের মিলিতাও এগিয়ে যান, মনে হচ্ছিল যেকোনো সময় আক্রমণটা রুখে দেবে এম্পানিওল। কিন্তু সেটা হয়নি, মিলিতাওয়ার বুলেট গতির এক শট ঠেকানোর কোনো সুযোগই পাননি গোলরক্ষক মার্কো দিমিত্রোভিচ। এম্পানিওলও রিয়ালকে বেশ ভুগিয়েছে। ফার্নান্দো ক্যালেরো ও টাইরিস ডলান সুযোগ পেয়েছিলেন, কিন্তু পারেননি থিবা কোতোয়াকে ফাঁকি দিতে। উল্টো দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতেই চেনা হৃদয় থাকা এমবাপ্পে ডি-বক্সের বাইরে থেে দীর্ঘদিন পরে মাঠে ফিরেছেন এদুয়ার্দো কামাভিন্সা ও জুড বেলিংহামএএফপি ম্যাচে তৃতীয় গোলাটিও পেতে পারত রিয়াল। কিন্তু দিমিত্রোভিচ এমবাপ্পের দুটি শট রুখে দেন এবং ভিনিসিয়ুস জুনিয়রের শট পোস্টে লেগে ফিরে আসে। তবে শেষ পর্যন্ত এসবের কোনো প্রভাব পড়েনি ম্যাচের ফলে। দারুণ জয়ের পাশাপাশি এদুয়ার্দো কামাভিন্সা ও জুড বেলিংহাম দীর্ঘদিন পর মাঠে ফেরায় বার্নাব্যুতে যেন আনন্দের ঢেউ লেগেছিল।

অস্ট্রেলিয়া সিরিজেও নেই পছ! চোট সারিয়ে কবে ফিরবেন ভারতীয় উইকেটরক্ষক?

বিশেষ প্রতিবেদকঃ চোট সারিয়ে কবে ফিরবেন ঋষভ পন্থ? ভারতীয় দলের এই উইকেটরক্ষকের চোট নিয়ে নানান জল্পনা রয়েছে। কখনও শোনা গিয়েছে, সময়ের আগেই সেরে উঠছেন তিনি। কখনও প্রকাশ্যে এসেছে স্বাভাবিকভাবে তাঁর হাটাচলার খবর। পন্থের চোট নিয়ে আবারও এক রিপোর্ট প্রকাশিত হয়েছে। জানা গিয়েছে, তাঁর চোট সারতে এখনও বেশ কিছুদিন সময় লাগবে। সেই কারণে ওয়েস্ট ইন্ডিজ তো বটেই অস্ট্রেলিয়া সিরিজেও অনিশ্চিত তিনি। এক সর্বভারতীয় সংবাদমাধ্যমের প্রতিবেদন অনুসারে, চোট থেকে পুরোপুরি সেরে উঠতে কম কবে তিন থেকে চার সপ্তাহ সময় লাগতে পারে পন্থের। ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে টেস্ট সিরিজ শুরু হবে ২ অক্টোবর। এই



অস্ট্রেলিয়ায় তিনটি ওয়ানডে এবং দু'টি টি-টোয়েন্টি ম্যাচ খেলবে টিম ইন্ডিয়া। অজিতাঘরে পন্থের সার্ভিস পাওয়া যাবে কি না, তা নিয়েও এখন থেকে সংশয়। গুরুত্বপূর্ণ এই সিরিজে পন্থ না থাকলে সেটা কিন্তু

ভারতীয় দলের কাছে বড় ঝাঙ্কা হতে চলেছে। ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে হোম সিরিজ এবং পরবর্তী অস্ট্রেলিয়া সফর মিস করলে নভেম্বরেই আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে প্রত্যাবর্তন ঘটতে পারে পন্থের। নভেম্বরে দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে দু'টি টেস্ট, তিনটি ওয়ানডে এবং পাঁচটি ওয়ানডে ম্যাচের সিরিজ রয়েছে। আশা করা যাচ্ছে, প্রোটিন্সাদের বিরুদ্ধে সম্পূর্ণ সেরে উঠবেন পন্থ। উল্লেখ্য, আন্ডারসন-তেণ্ডুলকর ট্রফির তৃতীয় টেস্ট চলাকালীন ক্রিস ওকসের বল রিভার্স সুইপ করতে গিয়ে চোট পেয়েছিলেন

সেপাহান ম্যাচের প্রস্তুতি শুরু বাগানের, খেলতে পারবেন মানবীর-থাপা?

কলকাতা, ২১ সেপ্টেম্বর,ঃ ডুরান্ড কাপ এখন অতীত। আসন্ন ফুটবল টুর্নামেন্টে গুলিতে ঘুরে দাঁড়ানোই অন্যতম লক্ষ্য মোহনবাগান সুপার জায়ান্টের। সেই পরিকল্পনা নিয়েই লিগ টায়ার টুয়ের অভিয়ান শুরু করেছিল হোসে মোলিনার ছেলেরা। নিজেদের ঘরের মাঠে তাঁদের লড়াই করতে হয়েছিল তুর্কমেনিস্তানের শক্তিশালী ফুটবল ক্লাব আহাল এলেকের বিপক্ষে। পূর্ণ সময়ের শেষে একটি গোলের ব্যবধানে সেই ম্যাচে জয় ছিনিয়ে নিয়েছিল বিদেশি ফুটবল ক্লাবটি। সম্পূর্ণ শক্তি নিয়ে ও ঘরের মাঠে দলের এখন পরাজয় কিছুতেই মেনে নিতে পারেননি সমর্থকরা। এই হতাশা কাটিয়ে খুব শীঘ্রই নিজেদের পুরনো ছনের ফিরতে চাইবেন মোলিনা। কিন্তু এবার লড়াই যে আরও কঠিন। আগামী ৩০শে সেপ্টেম্বর ইরানের শক্তিশালী ফুটবল ক্লাব সেপাহান এফসির সঙ্গে লড়াই করবে গতবারের আইএসএল



গোটা দল নিয়ে প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছেন বাগানের স্প্যানিশ বস। আহাল ম্যাচের পর দলের ফুটবলারদের বেশ কয়েকদিন ছুটি থাকলেও এবার ফের অনুশীলনে যোগ দিয়েছেন সকলোতবে। এই ম্যাচের আগেও খেলোয়াড়দের চোট সমস্যা যাথেষ্ট চাপে রাখছে মোলিনাকে। বলাবাহুল্য, এএফসির

প্রথম ম্যাচে চোটের কারণে মনবীর সিংকে মাঠে পায়নি সবুজ-মেরুন। তাঁর অনুপস্থিতি ব্যাপক প্রভাব ফেলেছিল দলের পারফরম্যান্সে। কিয়ান নাসিরি থেকে শুরু করে সাহাল আব্দুল সামাদের মত ফুটবলাররা থাকলেও গোলের খরা মেটেনি। নিজেদের ভুল ক্রটি শুধরে নিয়ে এবার অ্যাগুয়ে ম্যাচে থেকে ৩ পয়েন্ট সংগ্রহ করে সমর্থকদের মুখে হাসি ফোটানোই অন্যতম লক্ষ্য জেসন কামিন্সদের। তাই শনিবারের অনুশীলনের প্রথম থেকেই যাথেষ্ট চমকনে মেজাজে দেখা গিয়েছিল রিকভারি সেশনে সতীর্থ ফুটবলারদের সঙ্গেই দেখা গিয়েছিল মনবীর সিং এবং অনিরুদ্ধ থাপাকে। কিন্তু পরবর্তীতে সাইড লাইনে নিজের মতো করেই অনুশীলন করেন মনবীর। অপরদিকে দলের কিজিরে পন্থের সঙ্গেই সময় কাটান অনিরুদ্ধ থাপা। দ্বিতীয় ম্যাচের আগে এখনও বেশ কিছুদিন সময় থাকায় খেলোয়াড়দের পুরো ফিট করে নিতে চাইছে ম্যানেজমেন্ট।

নাগিন’ ডার্বিতে জয়ী বাংলাদেশ, ‘ নিয়েই সুপার ফোরে অভিযান শুরু লিটনদের

শ্রীলঙ্কাঃ ১৬৮৭ (শানাকা ৬৪, কুশল ৩৪, সুব্রাহ্মিয়র ২০৩) বাংলাদেশঃ ১৬৯৬ (সহিফ ৬১, হুদয় ৫৮, শানাকা ২১২)



বিশেষ প্রতিবেদন, ২১ সেপ্টেম্বরঃ এশিয়া কাপে দু'বার মুখোমুখি হল শ্রীলঙ্কা ও বাংলাদেশ। প্রথমবার জয়ী হয়েছিল শ্রীলঙ্কা। দ্বিতীয় ম্যাচে ' নিল পদ্মাপাডের দল।' ডার্বিতে ৬৬ ইউকেটে জয়ী হল তারা। প্রথমে বাট করে ৭ ইউকেটে ১৬৮ রান তুলেছিল শ্রীলঙ্কা। সেই রান ৬ ইউকেট হারিয়ে তুলে নিল

অর্ধশতরান করে দলের জয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখলেন। শ্রীলঙ্কার শুক্কা থাপাথ হয়নি। দুই ওপেনার নিসান্কা (২২) এবং মেডিস (৩৪) রান ঘরেছেন। যদিও কুশল মেডিস (৩৪) এবং কামিল মিশারাও (৫) বেশি ক্ষণ ক্রিকেট করতে পারেননি। অন্যদিকে মিডল অর্ডারে বড় রান করেন শানাকা।

৩৭ বলে ৬৪ রানের ঝকঝকে ইনিংস খেলেন তিনি। পরের দিকে আসালঙ্কার (২১) যোগদানে শ্রীলঙ্কার স্কোর ১৬৮-তে পৌঁছে যায়। ১৯তম ওভারে তিনটি উইকেট তুলে বাংলাদেশের খেলোয়াড়রা। নচেত শ্রীলঙ্কার স্কোর আরও বড় হতে পারত। বাংলাদেশের ১৫ ওপেনারের একজন তানজিদ হাসান তামিম ২ রান করে আউট হলেও সহিফ হাসান লন্ডা ইনিংস খেলেন। শুরুতে তাকে সঙ্গ দেন অধিনায়ক লিটন দাস। ব্যক্তিগত ২৩ রানের মাধ্যম লিটন ক্যাচ আউট হলেও দলের হাল ধরেন তৌহিদ হুদয়। মূলত সহিফ (৬১) আর তৌহিদের (৫৮) ব্যাটের জোরেই সহজে ম্যাচ জেতার মতো পরিস্থিতিতে পৌঁছে গিয়েছিল বাংলাদেশ। কিন্তু ১৪তম ওভারে সহিফ এবং ১৮ ওভারে তৌহিদ প্যাডিলিয়নে ফিরতেই চাকা ঘুরতে শুরু করে। শেষ ওভারে ৫ রান তুলতেই দুই উইকেট হারায় বাংলাদেশ। যদিও শেষ বলে দৌড়ে রান তুলে নেন নাসুম। শেষ পর্যন্ত ৪ উইকেটে জয়ী হয় বাংলাদেশ।

পাইক্রফট কোনও স্কুল শিক্ষক নন’, করমর্দন ইস্যুতে পাকিস্তানকে তীব্র নিন্দা অশ্বিনের

বিশেষ প্রতিবেদন, ২১সেপ্টেম্বরঃ ভারত-পাকিস্তান ম্যাচ নিয়ে যত না উত্তেজনা, তার চেয়ে উত্তেজনা হ্যান্ডশেক ইস্যু নিয়ে। অ্যান্ডি পাইক্রফটকে নিয়ে কম নাটক করেনি পাকিস্তান। তারি ম্যাচ রেফারির পদ থেকে সরিয়ে দেওয়ার দাবিও পর্যন্ত জানায় পিসিবি। তবে, আইসিসি সেই দাবি মেনে নেয়নি। এই প্রসঙ্গে ভারতের প্রাক্তন স্পিনার রবিচন্দ্রন অশ্বিন একহাত নিলেন পাকিস্তানকে। এশিয়া কাপের গ্রুপ পর্বে ভারত-পাকিস্তান দ্বৈরথে ম্যাচ রেফারির দায়িত্বে ছিলেন পাইক্রফট। পাকিস্তানের অভিযোগ ছিল, তাদের অধিনায়ককে সূর্যকুমার যাদবের সঙ্গে হাত মেলাতে বাধা দেন ম্যাচ রেফারি। এ নিয়ে আইসিসিকে দু'টি ইমেল পাঠিয়েছিল পিসিবি। প্রথমে পাইক্রফটকে টুর্নামেন্ট থেকে অপসারণের অনুরোধ জানিয়েছিল। পরে পাকিস্তানের কোনও ম্যাচে পাইক্রফটকে সরিয়ে দেওয়ার দাবি জানায়। বিশ্ব ক্রিকেট নিয়ামক সংস্থা পাকিস্তানের দুই দাবিই পত্রপাঠ খারিজ করে। অশ্বিন তার ইউটিউব চ্যানেল 'অ্যাস কি বাত'-এ

পাকিস্তানের সমালোচনা করে পাইক্রফটের পাশে দাঁড়িয়েছেন। তাঁর কৈনও স্কুলশিক্ষক বা অধ্যক্ষও নন। তিনি সূর্যকে ডেকে কখনওই বলতে

মতে, ম্যাচ রেফারি তাঁর কাজ করেছে। অশ্বিনের কথায়, অ্যান্ডি পাইক্রফট আসলে পাকিস্তানকেই বাঁচিয়েছিলেন। ভারত ম্যাচ রেফারিকে আগেই জানিয়েছিল হাত না মেলানোর সিদ্ধান্তের কথা। সেটাই সূর্যকুমাররা অনুসরণ করেছেন। বাস এইটুকুই। পাকিস্তান তো ম্যাচটা জানায়। বিশ্ব ক্রিকেট নিয়ামক সংস্থা পাকিস্তানের দুই দাবিই পত্রপাঠ খারিজ করে। অশ্বিন তার ইউটিউব চ্যানেল 'অ্যাস কি বাত'-এ

পারেন না, ‘ মেলাও’। এটা তো তাঁর কাজও নয়। এখানে পাইক্রফটের দোষটা ঠিক কী? উল্লেখ্য, যাকে নিয়ে এত কাণ্ড, সেই তাঁকেই ভারত-পাকিস্তান ম্যাচে ফের একবার ম্যাচ রেফারি হিসাবে খোঁা যাবে। রবিবার ভারত-পাক দ্বৈরথের আগে আইসিসি অ্যান্ডি পাইক্রফটকেই ম্যাচ রেফারি নির্বাচিত করল। অর্থা আরও একবার পাকিস্তানের দাবি মানা হল না।

সৌরভ-হরভজন নন, বিসিসিআই প্রেসিডেন্ট হচ্ছেন দিল্লির ‘মিঠুন মানহাস’



বিশেষ প্রতিবেদন,২১ সেপ্টেম্বরঃ বোর্ড প্রেসিডেন্ট নির্বাচন যে একটি টি-টোয়েন্টি ম্যাচের চেয়ে কম আকর্ষণীয় হয় না, তা আবার প্রমাণিত হয়ে গেল। নয়াদিল্লিতে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহর বাড়িতে বেসরকারি বোর্ড বৈঠকে আপাতত সম্ভাব্য বিসিসিআই প্রেসিডেন্ট হিসেবে যার নাম উঠে এল, তাঁর নাম কেউ এতদিন ধর্তব্যের মধ্যেই রাখেনি। তিনি মিঠুন মানহাস।

ভারতের হয়ে যিনি একটি ম্যাচও খেলেননি। তবে ঘরোয়া ক্রিকেটে দিল্লির হয়ে প্রচুর রনজি ম্যাচ খেলেছেন। দিল্লির অধিনায়কত্বও করেছেন। আর বর্তমানে জন্ম-কাশ্মীরের ক্রিকেট উন্নতির সঙ্গে যুক্ত।তবে মিঠুনের নামটা পাশে সম্ভাব্য শর্কটা লিখতে হচ্ছে কারণ দিন শেষে এটা বোর্ড প্রেসিডেন্ট নির্বাচন। মনোনয়ন জমার আগে এখনও কিছুটা সময় আছে। নাটকীয়

কিছু ঘটবে না, কে বলতে পারো।রমুরাম ভাট এক সময়ে প্রেসিডেন্টের প্রবল দাবিদার ছিলেন। কিন্তু এখন তিনি সম্ভবত কোষাধ্যক্ষের পদ পাচ্ছেন। রাজীব শুক্লা হয়তো ভাইস প্রেসিডেন্ট পদেই থাকবেন। প্রভুভেজ ভাটিয়া সম্ভবত মুখ্য সচিব। আইপিএল প্রধান হয়তো অরুণ ধুমালই থাকছেন। কিন্তু আবারও লেখা যাক, সব নামই সম্ভাব্য। একটা সময় শোনা যাচ্ছিল, বিসিসিআই সভাপতি হওয়ার দৌড়ে প্রবলভাবে রয়েছেন সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়। এমনকী হরভজন সিংয়ের নামও ভেসে আসছিল কোনও কোনও মহল থেকে। তবে আপাতত বলে দেওয়া যায়, সব ঠিক থাকলে বোর্ড সভাপতি হচ্ছেন মিঠুন মানহাস। অনেকে বলছেন, সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়, হরভজন সিংয়ের মতো ভুবনবিখ্যাত নাম থাকা সত্ত্বেও মিঠুনকে বোর্ড প্রেসিডেন্ট করার ভাবনা আসে কী করে! অবশ্য এর নেপথ্যে হয়তো গভীর রাজনীতি আছে।

খেলা দেখতে এসে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মৃত্যু তিন জনের

কোভাগাঁও, ২১ সেপ্টেম্বরঃ কবাডি খেলার সময় উঠেছিল প্রবল ঝড়। খেলার দর্শকদের বসার জন্য যে তাঁরু তৈরি করা হয়েছিল, সেই তাঁরুর লোহার খুঁটিতে হাওয়ায় দাপটে লেগে যায় একটি বিদ্যুৎবাহী তার। ঘটনাস্থলেই বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মৃত্যু হয় তিন জনের। শনিবার রাতে ছত্তিশগড়ের কোভাগাঁও জেলার ঘটনা।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, শনিবার রাতে রাবাসওয়াই গ্রামে বসেছিল কবাডি খেলার আসর। সেখানেই এই ঘটনা ঘটে। ঘটনার আহত হয়েছেন আরও বেশ কয়েকজন। গ্রামবাসীদের উদ্যোগে তাঁদের স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। দু'জনের অবস্থা আশঙ্কাজনক বলে জানা যাচ্ছে।

